অধ্যায় ০১

স্রষ্টা ও সৃষ্টি

Creator and Creation

পরিচ্ছেদ ১ স্রষ্টার স্বরূপ ও উপাসনা

এ পরিচ্ছেদে অনন্য সংযোজন

- এক নজরে পরিচ্ছেদ বিশ্লেষণ
- প্রস্তুতি সহায়ক সুপার কুইজ
- শিখনফল ও টপিকের ধারায় প্রশ্নোত্তর
- বোর্ড ও স্কুলের প্রশ্নোত্তর
- মাস্টার ট্রেইনার প্রণীত প্রশ্নোত্তর
- যাচাই ও মূল্যায়ন

আলোচ্য বিষয়াবলি

▸ পাঠ-১ ও ২ : স্রষ্টার স্বরূপ-ব্রহ্ম, ঈশ্বর, ভগবান ও অবতার; ▸ পাঠ-৩ : স্রষ্টা ও সৃষ্টির সম্পর্ক এবং সৃষ্টির মধ্যে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায় স্রষ্টার ভূমিকা; ▸ পাঠ-৪ : ঈশ্বরের গুণ ও শক্তি : দেবদেবী; ▸ পাঠ-৫ : উপাসনা; ▸ পাঠ-৬ : ঈশ্বর উপাসনার একটি মন্ত্র বা শ্লোকের অর্থ ও শিক্ষা।

ভূমিকা — পরিচ্ছেদের প্রাথমিক ধারণা

এ মহাবিশ্বে যিনি নিজেই নিজেকে সৃষ্টি করেছেন, যিনি সকল দুঃখ থেকে মুক্ত; তিনিই এ মহাবিশ্বের স্রষ্টা, সর্বশক্তির উৎস। সনাতন ধর্ম বা হিন্দুধর্ম অনুসারে স্রষ্টার স্বরূপ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তাঁকে ব্রহ্ম, ঈশ্বর, ভগবান, অবতার এবং আত্মা নামে অভিহিত করা হয়েছে। স্রষ্টাকে উপাসনার মাধ্যমে আমরা তাঁর সন্তুষ্টি ও সান্নিধ্য লাভ করতে পারি। আমাদের সকল কাজে গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্রষ্টাকে স্মরণ এবং তাঁর উপাসনা করা উচিত। ব্রহ্ম শব্দের অর্থ সর্ববৃহৎ, 'বৃহত্বাৎ ব্রহ্ম', যাঁর থেকে বড় কেউ নেই, যিনি সকল কিছুর স্রষ্টা এবং যাঁর মধ্যে সকল কিছুর অবস্থান ও বিলয় তিনিই ব্রহ্ম। বৈশিষ্ট্যগত দিক থেকে ব্রহ্ম নিত্য, শুদ্ধ, মুক্ত, সর্বজ্ঞ, জ্যোতির্ময়, নিরাকার, সর্বব্যাপী ও সর্বশক্তিমান। ব্রহ্ম সর্বব্যাপী বলে তাঁকে কেউ দেখতে পায় না। তিনি যখন জীবের মধ্যে আত্মারূপে অবস্থান করেন, তখন তাঁকে জীবাত্মা বলে। আত্মা যখন নিজের মধ্যে অবস্থান করে তখন তাকে পরমাত্মা বলা হয়।

এক নজরে পরিচ্ছেদ সূচি — পরিচ্ছেদে প্রতিটি বিষয় যেভাবে উপস্থাপিত হয়েছে

- Part-01 : বিশ্লেষণ (Analysis) ---------- পৃষ্ঠা ৪
  - বিগত সকল বোর্ড পরীক্ষার প্রশ্নপত্র বিশ্লেষণ ---------- পৃষ্ঠা ৪
  - লেখচিত্রে বোর্ড পরীক্ষার প্রশ্নপত্র বিশ্লেষণ ---------- পৃষ্ঠা ৪
  - শিখনফল বিশ্লেষণ ---------- পৃষ্ঠা ৪
- Part-02 : অনুশীলন (Practice) ---------- পৃষ্ঠা ৫
  - সুপার কুইজ ---------- পৃষ্ঠা ৫
  - বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর ---------- পৃষ্ঠা ৬
    - ☑ পাঠ্যবইয়ের অনুশীলনীর বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর : নতুন পাঠ্যবইয়ের আলোকে উত্তরকৃত ---------- পৃষ্ঠা ৬
    - ☑ পাঠ্যবইয়ের বিষয়বস্তু ও টপিকের ধারায় বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর : চূড়ান্ত সিলেবাসের আলোকে ---------- পৃষ্ঠা ৬
  - সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নোত্তর ---------- পৃষ্ঠা ১২
  - জ্ঞান ও অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ও উত্তর ---------- পৃষ্ঠা ১৪
  - সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর ---------- পৃষ্ঠা ১৭
    - ☑ পাঠ্যবইয়ের অনুশীলনীর সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর : পাঠ্যবইয়ের শিখনফল সূত্র সংবলিত ---------- পৃষ্ঠা ১৭
    - ☑ সকল বোর্ডের এসএসসি পরীক্ষার সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর : নতুন পাঠ্যবইয়ের আলোকে উত্তরকৃত ---------- পৃষ্ঠা ১৭
    - ☑ শীর্ষস্থানীয় স্কুলসমূহের টেস্ট পরীক্ষার সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর : মাস্টার ট্রেইনার প্যানেল কর্তৃক নির্বাচিত ---------- পৃষ্ঠা ২৪
    - ☑ মাস্টার ট্রেইনার প্যানেল কর্তৃক প্রণীত সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর : বিষয়বস্তুর ধারায় উপস্থাপিত ---------- পৃষ্ঠা ২৭
- Part-03 : এক্সক্লুসিভ সাজেশন্স (Exclusive Suggestions) ---------- পৃষ্ঠা ২৮
- Part-04 : যাচাই ও মূল্যায়ন (Assessment & Evaluation) ---------- পৃষ্ঠা ২৯

PART 01 বিশ্লেষণ Analysis

বিগত সকল বোর্ড পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ও পাঠ্যবইয়ের শিখনফল বিশ্লেষণের মাধ্যমে পরিচ্ছেদের গুরুত্ব নির্ধারণ

বিগত সকল বোর্ড পরীক্ষার প্রশ্নপত্র বিশ্লেষণ — সহজ প্রস্তুতির জন্য এক নজরে পরিচ্ছেদের গুরুত্ব

ছকে বিশ্লেষণ : এ পরিচ্ছেদ থেকে বিগত সকল বোর্ড পরীক্ষায় (২০১৫–২০২৪) কয়টি বহুনির্বাচনি ও সৃজনশীল প্রশ্ন এসেছে তা নিচের ছকে উপস্থাপন করা হলো। ছকের বিশ্লেষণ দেখে শিক্ষার্থী নিজেই বুঝতে পারবে পরিচ্ছেদটি এবারের বোর্ড পরীক্ষার জন্য কতটা গুরুত্বপূর্ণ।

বোর্ড / সাল	ঢাকা		রাজশাহী		যশোর		কুমিল্লা		চট্টগ্রাম		সিলেট		বরিশাল		দিনাজপুর		ময়মনসিংহ	
	MCQ	CQ	MCQ	CQ	MCQ	CQ	MCQ	CQ	MCQ	CQ	MCQ	CQ	MCQ	CQ	MCQ	CQ	MCQ	CQ
২০২৪	৩	২	৩	১	৪	০	৩	১	০	১	১	১	২	১	২	১	২	০
২০২০	৩	১	৩	১	৩	১	৩	১	৩	১	৩	১	৩	১	৩	১	০	১
২০১৯	৩	১	৩	১	৩	১	৩	১	৩	১	৩	১	৩	১	৩	১	০	০
২০১৮	৪	০	৪	০	৪	০	৪	০	৪	০	৪	০	৪	০	৪	০	০	০
২০১৭	৪	০	৪	০	৪	০	৪	০	৪	০	৪	০	৪	০	৪	০	০	০
২০১৬	২	০	২	০	২	০	২	০	২	০	২	০	২	০	২	০	০	০
২০১৫	৪	০	৪	০	৪	০	৪	০	৪	০	৪	০	৪	০	৪	০	০	০
মোট	২৩	৪	২৩	৩	২৪	২	২৩	৩	২০	৩	২১	৩	২২	৩	২২	৩	২	১

লেখচিত্রে বিশ্লেষণ : এ পরিচ্ছেদটি স্কুল ও এসএসসি পরীক্ষার জন্য কতটা গুরুত্বপূর্ণ তা বোঝাতে লেখচিত্রে বিশ্লেষণ করে দেখানো হলো। বহুনির্বাচনি ও সৃজনশীল উভয় লেখচিত্রের X অক্ষে 'বোর্ড' এবং Y অক্ষে 'প্রশ্নসংখ্যা' উপস্থাপিত হলো।

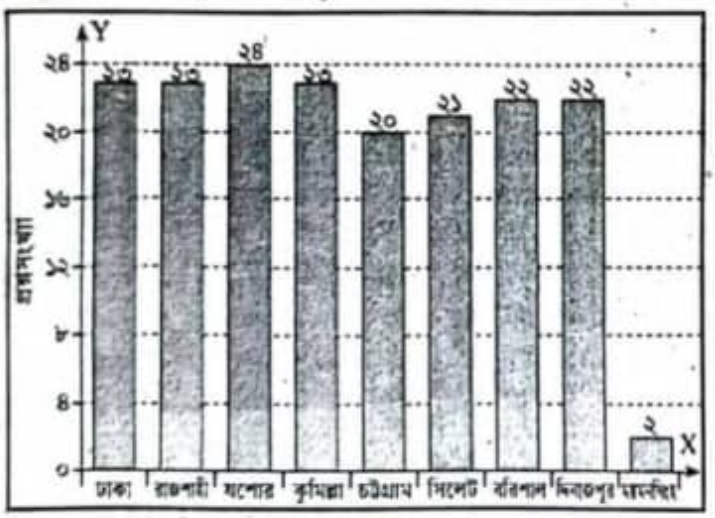

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন বিশ্লেষণ

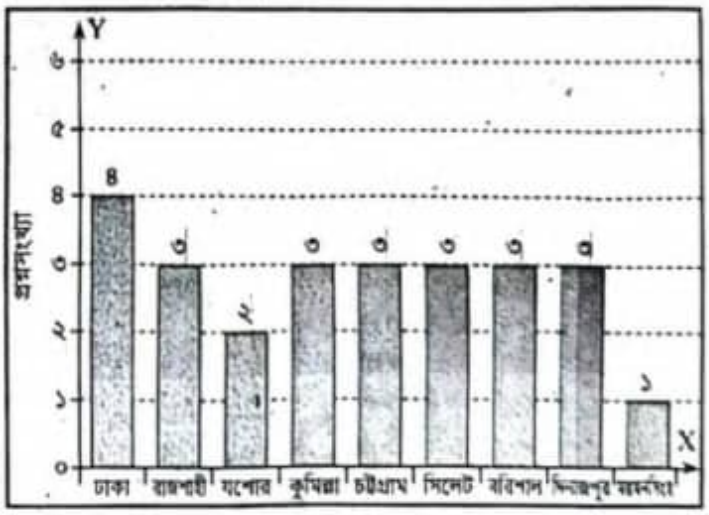

সৃজনশীল প্রশ্ন বিশ্লেষণ

শিখনফল বিশ্লেষণ : এ পরিচ্ছেদটি স্কুল ও এসএসসি পরীক্ষার জন্য কতটা গুরুত্বপূর্ণ পরিচ্ছেদের শিখনফল বোর্ড মার্কিংয়ের মাধ্যমে নিচের ছকে তা দেখানো হলো–

শিখনফল	বোর্ড ও সাল	গুরুত্ব
শিখনফল ১ : নিরাকার ব্রহ্ম, ঈশ্বর, ভগবান, আত্মা ও অবতাররূপে স্রষ্টার স্বরূপ ব্যাখ্যা করতে পারব।	[ঢা. বো. '২৪, '২০; কু. বো. '২৪, '২০; চ. বো. '২০; সি. বো. '২৪, '২০; ব. বো. '২০]	★★
শিখনফল ২ : স্রষ্টার সাথে সৃষ্টির সম্পর্ক ও সৃষ্টির মধ্যে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায় স্রষ্টার ভূমিকা বিশ্লেষণ করতে পারব।	[রা. বো. '২০; য. বো. '২০; সি. বো. '২০; ব. বো. '২০]	★★
শিখনফল ৩ : দেব-দেবী ঈশ্বরের বিভিন্ন গুণ ও শক্তির প্রকাশ–এ ধারণাটি ব্যাখ্যা করতে পারব।	[রা. বো. '২৪]	★★
শিখনফল ৪ : ঈশ্বর উপাসনার ধারণা, ধরন (নিরাকার ও সাকার) ও প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারব।	[ঢা. বো. '২৪, '২০, '১৯; রা. বো. '১৯; য. বো. '১৯; কু. বো. '২৪, '২০, '১৯; চ. বো. '২৪, '২০, '১৯; সি. বো. '২৪, '১৯; ব. বো. '২৪, '১৯; দি. বো. '২৪, '২০, '১৯; ম. বো. '২০]	★★
শিখনফল ৫ : ঈশ্বর উপাসনার একটি মন্ত্র বা শ্লোক আবৃত্তি করতে পারব এবং এর অর্থ ও শিক্ষা ব্যাখ্যা করতে পারব।		★★
শিখনফল ৬ : ঈশ্বর ও দেব-দেবীর প্রতি প্রার্থনার একটি মন্ত্র বা শ্লোক আবৃত্তি করতে পারব এবং অর্থ বলতে ও এর শিক্ষা ব্যাখ্যা করতে পারব।		★★
শিখনফল ৭ : ঈশ্বরের প্রতি অবিচল বিশ্বাস স্থাপন করতে পারব এবং ঈশ্বরের উপাসনায় উদ্বুদ্ধ হব।		★★
শিখনফল ৮ : ঈশ্বরের উদ্দেশে উপাসনা ও প্রার্থনা মন্ত্র অনুশীলন করতে পারব।		★★

PART 02 অনুশীলন Practice

স্কুল ও এসএসসি পরীক্ষায় সেরা প্রস্তুতির জন্য ১০০% সঠিক ফরম্যাট অনুসরণে শিখনফল এবং টপিকের/বিষয়বস্তুর ধারায় প্রশ্ন ও উত্তর

সুপার কুইজ

যেকোনো বহুনির্বাচনি প্রশ্নের সঠিক উত্তরের নিশ্চয়তায় অনুচ্ছেদের লাইনের ধারায় কুইজ আকারে প্রশ্ন ও উত্তর

প্রিয় শিক্ষার্থী, নতুন পাঠ্যবইয়ের অনুচ্ছেদ ও লাইনের ধারাবাহিকতায় ভিন্ন ধারার কুইজ টাইপ প্রশ্নাবলি এ অংশে সংযোজন করা হলো। প্রশ্নগুলোর উত্তর ঝটপট পড়ে নাও। এরপর বহুনির্বাচনি অংশের প্রশ্নোত্তরের অনুশীলন করো। দেখবে, সহজেই যেকোনো বহুনির্বাচনির সঠিক উত্তর নিশ্চিত করা যাচ্ছে।

স্রষ্টার স্বরূপ-ব্রহ্ম, ঈশ্বর, ভগবান ও অবতার ▸ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা ২

১. বিষ্ণুর চতুর্থ অবতার কোনটি? উ : নৃসিংহ
২. ঈশ্বরকে কয়টি গুণের জন্য ভগবান বলা হয়? উ : ছয়টি
৩. ব্রহ্ম শব্দের অর্থ কী? উ : সর্ববৃহৎ
৪. বিষ্ণুর তৃতীয় অবতার কোনটি? উ : বরাহ
৫. 'অনাদি পুরুষ' কে? উ : শ্রীকৃষ্ণ
৬. শ্রীবিষ্ণুর প্রথম অবতার কোনটি? উ : মৎস্য
৭. কলিযুগের অন্তে অবতার হিসেবে কার আবির্ভাব ঘটবে? উ : কল্কি
৮. ওঁ-এর পূর্ণরূপ কী? উ : অ–উ–ম
৯. ঈশ্বর যখন জীবের দয়া করেন, তখন তাঁকে কী বলে? উ : ভগবান
১০. ঈশ্বরকে কয়টি গুণের অধীশ্বর বলা হয়? উ : ছয়টি
১১. অবতার কয় পর্যায়ের হতে পারে? উ : তিন পর্যায়ের
১২. ঈশ্বর যখন নির্গুণ থাকেন তখন তাকে কী বলে? উ : নিরাকার
১৩. সমস্ত আগামশাস্ত্রের বক্তা বলে কে সুপরিচিত? উ : ব্রহ্মা
১৪. 'স্বয়ম্ভু' শব্দের অর্থ কোনটি? উ : নিজে নিজে সৃষ্টি হওয়া
১৫. 'অবতার' শব্দটি কী শব্দ? উ : সংস্কৃত শব্দ
১৬. 'তমাদিদেব পুরুষঃ পুরাণ- শ্লোকাংশটি কোথা থেকে সংকলিত হয়েছে? উ : শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা
১৭. কার মধ্যে সকল কিছুর অবস্থান? উ : ব্রহ্ম
১৮. ব্রহ্ম প্রকৃতি ও মহাবিশ্বকে তাঁর কোন শক্তির মাধ্যমে রক্ষা করে থাকেন? উ : ঐশ্বরিক শক্তি
১৯. আত্মা যখন নিজের মধ্যে অবস্থান করে তখন তাকে কী বলে? উ : পরমাত্মা
২০. 'ওঙ্কার' -এর সংক্ষিপ্ত রূপ কী? উ : ওঁ
২১. জগতের আদি কারণ কে? উ : ঈশ্বর
২২. ঈশ্বর পরম পুরুষ, তাঁর সহস্র মস্তক, সহস্র চক্ষু, সহস্র চরণ– কোথায় বর্ণিত আছে? উ : ঋগ্‌বেদ
২৩. কৃপা বলতে কী বোঝায়? উ : দয়া
২৪. বিষ্ণুর সপ্তম অবতার কোনটি? উ : রাম
২৫. বিষ্ণুর সর্বশেষ অবতার কোনটি? উ : কল্কি

স্রষ্টা ও সৃষ্টির সম্পর্ক এবং সৃষ্টির মধ্যে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায় স্রষ্টার ভূমিকা ▸ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা ৫

২৬. জগতের নিধান-আধার আশ্রয় কে? উ : ঈশ্বর
২৭. ঈশ্বর কতটি প্রধান ক্রিয়া সাধন করে? উ : তিনটি
২৮. ঈশ্বরের কিসের প্রকাশ ঘটে মহামায়া বা প্রকৃতির মধ্যে? উ : লীলার
২৯. ঈশ্বর কার জন্ম ও মৃত্যু নির্ধারণ করেছেন? উ : সৃষ্টির
৩০. অপ্রাণী বলতে কী বোঝায়? উ : যার প্রাণ নেই এমন কিছু
৩১. ঈশ্বর কাদেরকে ভালোবাসেন? উ : যারা সৎ পথে চলেন
৩২. ঈশ্বর কোথায় অবস্থান করেন? উ : সৃষ্টির মধ্যে
৩৩. ব্রহ্মা কিসের দেবতা? উ : সৃষ্টির
৩৪. রক্ষা ও প্রতিপালনের দেবতা কে? উ : বিষ্ণু
৩৫. শিব কিসের দেবতা? উ : সংহারের দেবতা
৩৬. কোন শাস্ত্র অনুসারে ভালো কাজের ফলাফল শুভ এবং মন্দ কাজের ফলাফল অশুভ? উ : ন্যায়শাস্ত্র

ঈশ্বরের গুণ ও শক্তি : দেব-দেবী ▸ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা ৬

৩৭. সৌভাগ্য ও সৌন্দর্যের দেবী কে? উ : লক্ষ্মী
৩৮. শিশুরা সাধারণত কোন পূজার মাধ্যমে শিক্ষা জীবনে প্রবেশ করে? উ : দেবী সরস্বতীর
৩৯. ব্যবসায় বাণিজ্যে সিদ্ধি লাভের জন্য কী পূজা করা হয়? উ : গণেশ পূজা
৪০. কোন পূজার দিন হাতেখড়ি দেওয়া হয়? উ : সরস্বতী পূজা
৪১. 'সফলতার' দেবতা কে? উ : গণেশ
৪২. রোগ প্রতিরোধ ও শান্তি প্রতিষ্ঠার দেবী কে? উ : শীতলা
৪৩. ধ্বংসের দেবতা বলা হয় কাকে? উ : শিব
৪৪. সিদ্ধি দেবতা কে? উ : গণেশ
৪৫. কাকে সময় ও পরিবর্তনের দেবী বলা হয়? উ : কালী
৪৬. নারায়ণ কার অপর নাম? উ : ভগবান বিষ্ণুর
৪৭. কোন দেবীকে মহাবিশ্বের মহাশক্তি হিসেবে বিশ্বাস ও পূজা করা হয়? উ : দুর্গা
৪৮. নাট্যশাস্ত্র ও বাস্তুশাস্ত্রের উদ্ভাবক কে? উ : ব্রহ্মা
৪৯. ঈশ্বরের শক্তির প্রকাশ কারা? উ : দেব-দেবী
৫০. ঈশ্বর কোন দেবতারূপে সৃষ্টির প্রতিপালন করেন? উ : বিষ্ণু
৫১. চিকিৎসাশাস্ত্রে পারদর্শী কে? উ : শিব
৫২. বিদ্যার দেবী কে? উ : সরস্বতী
৫৩. দেবতারা বিপদে পড়লে কে তাঁদের উদ্ধার করেন? উ : বিষ্ণু
৫৪. নম্র ও বিনয়ী দেবতা কে? উ : কার্তিক
৫৫. কাকে স্বাস্থ্যবিধি পালন বা পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার দেবী বলা হয়? উ : শীতলাকে

উপাসনা, ঈশ্বর উপাসনার একটি মন্ত্র বা শ্লোকের অর্থ ও শিক্ষা ▸ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা ৮ ও ১০

৫৬. উপাসনা কয় ধরনের? উ : দুই ধরনের
৫৭. মোক্ষলাভ বলতে কী বোঝায়? উ : ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভ
৫৮. প্রকৃত ধর্মপ্রাণ ব্যক্তির হৃদয় কী লাভের জন্য উন্মুখ থাকে? উ : ঈশ্বরের অনুকম্পা
৫৯. প্রতীক উপাসনা কী যোগ নামে পরিচিত? উ : ভক্তিযোগ
৬০. 'মোক্ষ' মানে কী? উ : চিরমুক্তি
৬১. উপাসনার প্রধান উদ্দেশ্য কোনটি? উ : মোক্ষলাভ
৬২. মনের দৃঢ়তা বৃদ্ধি করে কোনটি? উ : উপাসনা
৬৩. 'একোহহম্' বলা হয়েছে কোন গ্রন্থে? উ : উপনিষদে
৬৪. প্রকৃত ধর্মপ্রাণ ব্যক্তির হৃদয় কার অনুকম্পা লাভের জন্য উন্মুখ থাকে? উ : ঈশ্বরের
৬৫. 'প্রতীক' শব্দের অর্থ কী? উ : চিহ্ন বা আকার
৬৬. ঈশ্বরের সাকার রূপ কারা? উ : দেব-দেবী
৬৭. 'নিরাকার' শব্দের অর্থ কী? উ : যার কোনো আকার নেই
৬৮. ধ্যান সাধনার মাধ্যমে কোন্ ধরনের উপাসনা করা হয়? উ : নিরাকার উপাসনা
৬৯. নিরাকাররূপে ঈশ্বর কোন অবস্থায় অবস্থান করে? উ : অদৃশ্য
৭০. কোনটি হৃদয়কে পরিশুদ্ধ ও পবিত্র করে? উ : উপাসনা
৭১. জীব ও জগতের জন্য অনেক লীলা করেছেন কে? উ : ভগবান বিষ্ণু

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর

স্কুল ও এসএসসি পরীক্ষায় সেরা প্রস্তুতির জন্য টপিকের ধারায় নির্ভুল উত্তর সংবলিত A+ গ্রেড বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্নের মান ১

পাঠ্যবইয়ের অনুশীলনীর বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর

১. কলিযুগের অন্তে অবতার হিসেবে কার আবির্ভাব ঘটবে?
(ক) কূর্ম (খ) বরাহ
(গ) বামন (ঘ) কল্কি

২. ঈশ্বরের সাকার রূপ কারা?
(ক) মুনি-ঋষি (খ) দেব-দেবী
(গ) যোগী-সন্ন্যাসী (ঘ) সাধক-সাধিকা

৩. রোগ প্রতিরোধকারী দেবী কে?
(ক) লক্ষ্মী (খ) দুর্গা
(গ) কালী (ঘ) শীতলা

৪. পরমাত্মার মৃত্যু নেই, কারণ পরমাত্মা–
i. সাকার
ii. মৃত্যুহীন
iii. জন্ম ও মৃত্যুহীন
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i (খ) ii (গ) iii (ঘ) i, ii ও iii

নতুন পাঠ্যবইয়ের আলোকে উত্তরকৃত

■ নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৫ ও ৬নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
সুমিতা দেবী ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করে প্রতিদিন সকাল-সন্ধ্যায় গভীর ধ্যানে মগ্ন থেকে ঈশ্বরের উপাসনা করেন। তাঁর জীবনের উদ্দেশ্য মোক্ষলাভ।

৫. সুমিতা দেবী কোন ধরনের উপাসনা করেন?
(ক) সাকার (খ) নিরাকার
(গ) সকাম (ঘ) সমবেত

৬. নিয়মিত উপাসনার ফলে সুমিতা দেবীর–
i. হৃদয় পরিশুদ্ধ ও পবিত্র হবে
ii. মনের দৃঢ়তা বৃদ্ধি পাবে
iii. ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভের প্রত্যাশা পূরণ হবে
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i (খ) i ও ii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

বিষয়বস্তু ও টপিকের ধারায় টপ গ্রেডেড বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর

চূড়ান্ত সিলেবাসের আলোকে

স্রষ্টার স্বরূপ-ব্রহ্ম, ঈশ্বর, ভগবান ও অবতার ▸ পাঠ্যবই; পৃষ্ঠা ২

৭. বিষ্ণুর চতুর্থ অবতার কে? [ঢা. বো. '২৪]
(ক) বরাহ (খ) বামন
(গ) পরশুরাম (ঘ) নৃসিংহ

৮. ঈশ্বরকে কয়টি গুণের জন্য ভগবান বলা হয়? [ঢা. বো. '২৪]
(ক) ৬ (খ) ৪
(গ) ৫ (ঘ) ৮

৯. ব্রহ্ম শব্দের অর্থ কী? [য. বো. '২৪; কু. বো. '২৪; সকল বোর্ড '১৫]
(ক) সর্ববৃহৎ (খ) সর্বক্ষুদ্র
(গ) সর্বব্যাপী (ঘ) সর্বজ্ঞানী

১০. বিষ্ণুর তৃতীয় অবতার কোনটি? [সকল বোর্ড '২০; সকল বোর্ড '১৮]
(ক) বামন (খ) কূর্ম
(গ) বরাহ (ঘ) রাম

১১. ঈশ্বরের সহস্র মস্তক ও চক্ষুর কথা বলা হয়েছে– [সকল বোর্ড '১৯]
(ক) বেদে (খ) পুরাণে
(গ) গীতায় (ঘ) উপনিষদে

১২. 'অনাদি পুরুষ' কে? [সকল বোর্ড '১৮]
(ক) শ্রীকৃষ্ণ (খ) রাম
(গ) ভরত (ঘ) লক্ষ্মণ

১৩. ঈশ্বরের মধ্যে কয়টি গুণ বিদ্যমান থাকায় তাঁকে ভগবান বলা হয়? [সকল বোর্ড '১৮]
(ক) পাঁচ (খ) ছয়
(গ) সাত (ঘ) আট

১৪. শ্রীবিষ্ণুর প্রথম অবতার হচ্ছে– [সকল বোর্ড '১৭]
(ক) রাম (খ) বলরাম
(গ) মৎস্য (ঘ) নৃসিংহ

১৫. ওঁ-এর পূর্ণরূপ কী? [সকল বোর্ড '১৭]
(ক) অ–উ–ম (খ) ও–উ–ম
(গ) অ–ও–ম (ঘ) অ–ঔ–ম

১৬. ঈশ্বর যখন জীবের সত্তা করেন, তখন তাঁকে কী বলে? [সকল বোর্ড '১৫]
(ক) মূর্তি (খ) দেবতা
(গ) ভগবান (ঘ) অবতার

১৭. ঈশ্বরকে কয়টি গুণের অধীশ্বর বলা হয়? [বগুড়া ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ]
(ক) তিন (খ) চার
(গ) পাঁচ (ঘ) ছয়

১৮. অবতার কয় পর্যায়ের হতে পারে? [গভ. ল্যাবরেটরি হাই স্কুল, খুলনা] [আলাদাবাদ ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, সিলেট]
(ক) তিন (খ) চার
(গ) পাঁচ (ঘ) ছয়

১৯. ঈশ্বর যখন নির্গুণ থাকেন তখন তাকে কী বলে? [বরিশাল জিলা স্কুল]
(ক) সাকার (খ) নিরাকার
(গ) মহামহী (ঘ) মহাপিতা

২০. সমস্ত আগামশাস্ত্রের বক্তা বলে কে সুপরিচিত? [পটুয়াখালী সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]
(ক) ব্রহ্মা (খ) বিষ্ণু
(গ) শিব (ঘ) শ্রীকৃষ্ণ

২১. ঐশ্বর্য, শ্রী, যশ ও বৈরাগ্য বলতে বুঝি– কথাটি– [ভিকারুননিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]
(ক) ভগ (খ) যজ্ঞ
(গ) আত্মা (ঘ) ব্রহ্মা

২২. 'স্বয়ম্ভু' শব্দের অর্থ কোনটি? [গভ. ল্যাবরেটরি হাই স্কুল, ঢাকা]
(ক) অনন্তরূপ (খ) রামায়ণ
(গ) মহিমা (ঘ) নিজে নিজে সৃষ্টি হওয়া

২৩. ব্রহ্মকে আর কী বলা হয়? [বগুড়া গভ. গার্লস হাই স্কুল]
(ক) নারায়ণ (খ) নারদ
(গ) নটরাজ (ঘ) ওঙ্কার

২৪. 'অবতার' শব্দটি কী শব্দ? [কুষ্টিয়া সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]
(ক) সংস্কৃত (খ) অর্ধ তৎসম
(গ) তদ্ভব (ঘ) বিদেশি

২৫. 'তমাদিদেব পুরুষঃ পুরাণ- শ্লোকাংশটি কোথা থেকে সংকলিত হয়েছে? [নবাব ফয়জুন্নেছা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, কুমিল্লা]
(ক) উপনিষদ (খ) রামায়ণ
(গ) ঋগ্বেদ (ঘ) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

২৬. কার মধ্যে সকল কিছুর অবস্থান? [আলাদাবাদ ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ]
(ক) পুরোহিত (খ) ব্রাহ্মণ
(গ) ব্রহ্ম (ঘ) কূর্ম

২৭. ব্রহ্ম প্রকৃতি ও মহাবিশ্বকে তাঁর কোন শক্তির মাধ্যমে রক্ষা করে থাকেন?
(ক) দিব্যশক্তি (খ) নিত্যশক্তি
(গ) অধিশক্তি (ঘ) ঐশ্বরিক শক্তি
২৮. ব্রহ্মকে কেউ দেখতে পায় না কেন?
(ক) সর্বব্যাপী বলে (খ) সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বলে
(গ) আড়ালে থাকেন বলে (ঘ) দূরে থাকেন বলে
২৯. জীবাত্মা বলতে কী বোঝায়?
(ক) জীবের মধ্যে আত্মারূপে ব্রহ্মের অবস্থান
(খ) জীবের মধ্যে তাঁর নিজের অবস্থান
(গ) জীবের মধ্যে অন্যের অবস্থান
(ঘ) জীব ও আত্মাকে
৩০. আত্মা যখন নিজের মধ্যে অবস্থান করে তখন তাকে বলে–
(ক) নিজাত্মা (খ) জীবাত্মা
(গ) পরাত্মা (ঘ) পরমাত্মা
৩১. পরমাত্মার যা নেই–
(ক) জন্ম ও অস্তিত্ব (খ) জন্ম ও মৃত্যু
(গ) মৃত্যু ও অস্তিত্ব (ঘ) পুনর্জন্ম
৩২. 'ওঙ্কার' -এর সংক্ষিপ্ত রূপ কী?
(ক) ওঁঙ (খ) ওঁ
(গ) অঙ (ঘ) ঙঘ
৩৩. জগতের আদি কারণ কে?
(ক) ঈশ্বর (খ) ব্রহ্ম
(গ) ব্রহ্মাণ্ড (ঘ) দেবতা
৩৪. ঈশ্বর প্রয়োজনে সাকার হতে পারে কেন?
(ক) তিনি নিজেই বহুরূপী বলে
(খ) তাঁর শক্তি অনন্ত বলে
(গ) তাঁর কোনো স্রষ্টা নেই বলে
(ঘ) তাঁর অনেক ক্ষমতা আছে বলে
৩৫. ঈশ্বর পরম পুরুষ, তাঁর সহস্র মস্তক, সহস্র চক্ষু, সহস্র চরণ– কোথায় বর্ণিত আছে?
(ক) সামবেদ (খ) ঋগ্বেদ
(গ) যজুর্বেদ (ঘ) অথর্ববেদ
৩৬. 'ঈশ্বর পরম পুরুষ, তাঁর সহস্র মস্তক, সহস্র চক্ষু, সহস্র চরণ' – কথাটির মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের যা বোঝানো হয়েছে–
(ক) সর্বব্যাপিতা (খ) স্বয়ম্ভুতা
(গ) জ্যোতির্ময়তা (ঘ) নিরাকারতা
৩৭. কৃপা বলতে যা বোঝায়–
(ক) দয়া (খ) আদর
(গ) সাক্ষাৎ (ঘ) ভালোবাসা
৩৮. হিন্দুধর্মে অবতার বলতে যা বোঝায়–
(ক) সাকাররূপে পৃথিবীতে ঈশ্বরের আবির্ভূত হওয়া
(খ) নিরাকাররূপে পৃথিবীতে ঈশ্বরের আবির্ভূত হওয়া
(গ) শক্তির তাণ্ডব পৃথিবীতে ছড়িয়ে দেওয়া
(ঘ) জ্ঞানীরূপে পৃথিবী আবির্ভূত হওয়া
৩৯. বিষ্ণুর সপ্তম অবতার কোনটি?
(ক) নরসিংহ (খ) বামন
(গ) রাম (ঘ) বলরাম
৪০. বিষ্ণুর সর্বশেষ অবতার হচ্ছে–
(ক) রাম (খ) বলরাম
(গ) বুদ্ধ (ঘ) কল্কি
৪১. ব্রহ্ম, ঈশ্বর, ভগবান ও অবতার হচ্ছে একই সর্বশক্তিমান স্রষ্টা বা ব্রহ্মের–
(ক) অভিন্ন প্রকাশ (খ) ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশ
(গ) বহুরূপের আংশিক প্রকাশ (ঘ) সর্বভূতে প্রকাশ
৪২. ঈশ্বর হলেন– [দি. বো. '২৪]
i. অনন্তরূপী
ii. সকল স্থানে অবস্থান করেন
iii. মহাবিশ্বের স্রষ্টা
নিচের কোনটি সঠিক?
(গ) (ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii
৪৩. হিন্দুধর্ম দর্শন অনুসারে 'ভগ' বলতে বোঝায়– [সকল বোর্ড '১৫]
i. ঐশ্বর্য ও বীর্যকে
ii. শ্রী ও বৈরাগ্যকে
iii. জ্ঞান ও যশকে
নিচের কোনটি সঠিক?
(ঘ) (ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii
৪৪. ঈশ্বর হচ্ছেন– [পাস, ল্যাবরেটরি হাই স্কুল, খুলনা]
i. চৈতন্যময় সত্তা
ii. অসীম ও সসীম
iii. দিব্যজ্ঞানসম্পন্ন
নিচের কোনটি সঠিক?
(গ) (ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii
৪৫. বৈশিষ্ট্যগত দিক দিয়ে ভগবান– [পাস, ল্যাবরেটরি হাই স্কুল, ঢাকা]
i. প্রকৃত সত্তা
ii. অশেষ রূপের আধার
iii. গুণময়
নিচের কোনটি সঠিক?
(ঘ) (ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii
৪৬. বিষ্ণুর দশ অবতারের মধ্যে রয়েছে– [আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ, মতিঝিল, ঢাকা]
i. মৎস্য, বরাহ
ii. বামন, রাম
iii. কূর্ম, বলরাম
নিচের কোনটি সঠিক?
(ঘ) (ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii
৪৭. অ-উ-ম-এ তিনটি অক্ষর দ্বারা বোঝায়– [কুষ্টিয়া সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]
i. বিষ্ণু
ii. ব্রহ্ম
iii. মহেশ্বর
নিচের কোনটি সঠিক?
(ঘ) (ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii
৪৮. সনাতন ধর্ম বা হিন্দুধর্ম অনুসারে স্রষ্টাকে যে নামে অভিহিত করা হয়েছে–
i. ব্রহ্ম
ii. ঈশ্বর
iii. ভগবান
নিচের কোনটি সঠিক?
(ঘ) (ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii
৪৯. বৈশিষ্ট্যগত দিক থেকে ব্রহ্ম হলেন–
i. শুদ্ধ
ii. সর্বজ্ঞ
iii. জ্যোতির্ময়
নিচের কোনটি সঠিক?
(ঘ) (ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii
৫০. ঈশ্বরের ক্ষেত্রে যা প্রযোজ্য–
i. দয়াময়
ii. রসময়
iii. আনন্দময়
নিচের কোনটি সঠিক?
(ঘ) (ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii
৫১. অবতারগণের ক্ষেত্রে যা প্রযোজ্য–
i. সর্বজন শ্রদ্ধেয়
ii. অতিলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন
iii. সাধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) (ক) i ও ii (খ) ii (গ) iii (ঘ) ii ও iii
৫২. স্রষ্টাকে আমরা যে নামে ডাকি–
i. পরমেশ্বর
ii. আত্মা
iii. পরমাত্মা
নিচের কোনটি সঠিক?
(ঘ) (ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৫৩. নির্দিষ্ট গতিপথে আবর্তিত হচ্ছে—
i. গ্রহ
ii. উপগ্রহ
iii. শনি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক (ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৫৪. পৃথিবী যা দ্বারা গঠিত—
i. মাটি
ii. জল
iii. আলো-বাতাস
নিচের কোনটি সঠিক?
ঘ (ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৫৫. স্রষ্টা জগতে অবতাররূপে অবতীর্ণ হন যখন—
i. বিশ্বে ধর্ম কমে যায়
ii. বিশ্বে ধর্ম বেড়ে যায়
iii. বিশ্বে অধর্ম বেড়ে যায়
নিচের কোনটি সঠিক?
খ (ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৫৬. ঈশ্বর জীবকুলের যে বিষয়টির সাথে সম্পৃক্ত—
i. জন্ম
ii. মৃত্যু
iii. ধ্বংস
নিচের কোনটি সঠিক?
ক (ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৫৭. ঈশ্বর যে প্রধান ক্রিয়াটি সাধন করে—
i. সৃষ্টি
ii. স্থিতি
iii. লয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ঘ (ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৫৮. পরমেশ্বর যে দেবতাররূপে অবতীর্ণ হয়ে ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার করেন—
i. ব্রহ্মা
ii. বিষ্ণু
iii. মহেশ্বর
নিচের কোনটি সঠিক?
ঘ (ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

■ উদ্দীপকটি পড়ে ৫৯ ও ৬০নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
চারিদিকের এত অন্যায় অত্যাচার বেড়ে যাওয়ায় মন্দিরের পুরোহিত সবাইকে ডেকে বললেন, ভগবান বিষ্ণুর আবার আসার সময় হয়েছে। তোমরা প্রস্তুত হও। [গভ. ল্যাবরেটরি হাই স্কুল, খুলনা]

৫৯. ভগবান বিষ্ণু কীরূপে আসবেন?
(ক) নৃসিংহ (খ) কল্কি
গ (গ) বামন (ঘ) মৎস্য

৬০. উক্ত রূপে তিনি—
i. অত্যাচারী রাজাদের ধ্বংস করবেন
ii. ধর্ম প্রতিষ্ঠা করবেন
iii. সত্য পুনঃপ্রতিষ্ঠা করবেন
নিচের কোনটি সঠিক?
ঘ (ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

■ উদ্দীপকটি পড়ে ৬১ ও ৬২নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
ওঁ
[ব্লু বার্ড স্কুল এন্ড কলেজ, সিলেট]

৬১. উপরিউক্ত প্রতীককে আমরা কী বলি?
(ক) সৃষ্টিকর্তা (খ) বৈষ্ণবী শক্তি
গ (গ) অ-উ-ম (ঘ) অ-ং-ম

৬২. ওঁ দ্বারা বোঝায়—
i. বিষ্ণু
ii. মহেশ্বর
iii. ব্রহ্মা
নিচের কোনটি সঠিক?
গ (ক) i (খ) i ও ii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

■ উদ্দীপকটি পড়ে ৬৩নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
সজল তার বাবাকে প্রশ্ন করল বাবা ব্রহ্মকে দেখা যায়? তার বাবা বললেন প্রতিটি জীবের মধ্যেই আত্মারূপে ব্রহ্ম বিরাজ করেন।
[ইকবালনগর সরকারি বালিকা বিদ্যালয়, খুলনা]

৬৩. 'প্রতিটি জীব ব্রহ্ম' সজলের বাবার আলোচ্য উক্তিটির কারণ কী?
(ক) সকল জীবে ঈশ্বরের অবস্থান
(খ) সকল জীব ব্রহ্মার মতো
(গ) জীব ব্রহ্মেরই অংশ
ক (ঘ) ব্রহ্ম ছাড়া জীব চলতে পারে না

স্রষ্টা ও সৃষ্টির সম্পর্ক এবং সৃষ্টির মধ্যে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায় স্রষ্টার ভূমিকা

▸ পাঠ্যবই: পৃষ্ঠা ৫

৬৪. জগতের নিধান-আধার আশ্রয় কে? [কু. বো. '২৩]
(ক) বিষ্ণু (খ) মহেশ্বর
গ (গ) ঈশ্বর (ঘ) দুর্গা

৬৫. ঈশ্বর কতটি প্রধান ক্রিয়া সাধন করে?
[জালালাবাদ ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, সিলেট]
(ক) ২ (খ) ৩
খ (গ) ৪ (ঘ) ৫

৬৬. 'ব্রহ্ম' জগতের উপর প্রভুত্ব করে বলে তাঁকে বলা হয়—
[গভ. ল্যাবরেটরি হাই স্কুল, ঢাকা]
(ক) ব্রহ্মা (খ) ভগবান
গ (গ) ঈশ্বর (ঘ) প্রভু

৬৭. ঈশ্বরের কিসের প্রকাশ ঘটে মহামায়া বা প্রকৃতির মধ্যে?
[মডিবিল মডেল হাই স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]
(ক) লীলার (খ) বিভূতির
ক (গ) শক্তির (ঘ) মহিমার

৬৮. ঈশ্বর কার জন্ম ও মৃত্যু নির্ধারণ করেছেন?
[জালালাবাদ ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ]
(ক) মানুষ (খ) গাছপালা
ঘ (গ) জীবজন্তু (ঘ) সৃষ্টি

৬৯. অপ্রাণী বলতে যা বোঝায়—
(ক) একসময় প্রাণ ছিল এমন কিছু (খ) যার প্রাণ নেই এমন কিছু
খ (গ) পরে প্রাণ জন্মাবে এমন কিছু (ঘ) প্রাণ আছে এমন কিছু

৭০. প্রতিপালন বলতে যা বোঝায়—
(ক) রক্ষা করা (খ) লালন-পালন
খ (গ) ভালোবাসা (ঘ) কাছে ডাকা

৭১. ঈশ্বর কাদেরকে ভালোবাসেন?
(ক) যারা শিক্ষিতদের সাথে চলেন (খ) যারা দূরদর্শীদের সাথে চলেন
গ (গ) যারা সৎ পথে চলেন (ঘ) যারা সোজা পথে চলেন

৭২. ঈশ্বর যাদেরকে পছন্দ করেন না—
(ক) সৎ ব্যক্তি (খ) অশিক্ষিত ব্যক্তি
ঘ (গ) গরিব ব্যক্তি (ঘ) অসৎ ব্যক্তি

৭৩. ঈশ্বর কোথায় অবস্থান করেন?
(ক) আকাশে (খ) বাতাসে
গ (গ) সৃষ্টির মধ্যে (ঘ) সৃষ্টির বাইরে

৭৪. স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যে গভীর সম্পর্ক বিরাজ করছে কেন?
(ক) জীবের মধ্যে ঈশ্বর বহুরূপে বিরাজ করেন বলে
(খ) স্রষ্টা তাঁর সৃষ্টিকে উপলব্ধি করেন বলে
(গ) সৃষ্টি তার স্রষ্টাকে উপলব্ধি করেন বলে
ক (ঘ) স্রষ্টা ও সৃষ্টি একই বলে

৭৫. স্রষ্টা ছাড়া যা কল্পনা করা যায় না–
(ক) আকাশ (খ) বাতাস
(গ) নদনদী (ঘ) সৃষ্টি

৭৬. মহাকাশের নক্ষত্রমালা কক্ষচ্যুত হচ্ছে না কেন?
(ক) ঈশ্বরের শৃঙ্খলা বিধানের শক্তির জন্য
(খ) নিউটনের গতিসূত্রের জন্য
(গ) কার্যকারণ নিয়মের জন্য
(ঘ) সঠিকভাবে প্রদক্ষিণের জন্য

৭৭. সৃষ্টিকর্তার আদেশে কী পরিচালিত হচ্ছে?
(ক) চন্দ্র (খ) সূর্য
(গ) গ্রহ-নক্ষত্র (ঘ) সবকিছু

৭৮. ব্রহ্মা কিসের দেবতা?
(ক) সৃষ্টির (খ) ধ্বংসের
(গ) রক্ষার (ঘ) প্রতিপালনের

৭৯. রক্ষা ও প্রতিপালনের দেবতা কে?
(ক) ব্রহ্মা (খ) শিব
(গ) বিষ্ণু (ঘ) গণেশ

৮০. শিব কিসের দেবতা?
(ক) সৃষ্টির (খ) শিক্ষার
(গ) নিরাপত্তার (ঘ) ধ্বংসের

৮১. জীব ও জড়বস্তু কিসের মধ্যে আবদ্ধ?
(ক) বিশৃঙ্খলা (খ) শৃঙ্খলা
(গ) লৌকিক বিধান (ঘ) নৈতিকতা

৮২. অনেক ধর্মতাত্ত্বিকের মতে, বিশ্ব কিসের ফলাফল?
(ক) কোনো কারণের (খ) অলৌকিকতার
(গ) বিশেষ কর্মের (ঘ) জ্ঞানের

৮৩. কোন শাস্ত্র অনুসারে ভালো কাজের ফলাফল শুভ এবং মন্দ কাজের ফলাফল অশুভ?
(ক) ধর্মশাস্ত্র (খ) দর্শন শাস্ত্র
(গ) ন্যায়শাস্ত্র (ঘ) অর্থশাস্ত্র

৮৪. কীভাবে স্বর্গলাভ করা যায়?
(ক) সৎকর্ম করে (খ) অসৎকর্ম করে
(গ) ঈশ্বরে বিশ্বাস রেখে (ঘ) পূজা-অর্চনা করে

৮৫. ঈশ্বর হলেন জগতের–
i. সৃষ্টিকর্তা
ii. পালনকর্তা
iii. ধ্বংসকর্তা
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৮৬. যে কারণে ঈশ্বর নানারূপে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন বা নেমে আসেন–
i. দুষ্টের দমন
ii. শিষ্টের পালন
iii. ধর্ম রক্ষা
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৮৭. ঈশ্বর যেখানে পরিব্যাপ্ত –
i. সর্বজীবে
ii. সমগ্র বিশ্বে
iii. শুধু পৃথিবীতে
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৮৮. যে কারণে ঈশ্বরই ধর্মের মূল উৎস–
i. এক ও অদ্বিতীয় বলে
ii. সকল জীবের অন্তরাত্মা বলে
iii. সবকিছুই তা থেকে সৃষ্ট বলে
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৮৯. হিন্দুধর্ম অনুসারে ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভ করাই হলো–
i. পরম তৃপ্তি
ii. মুক্তির একমাত্র পথ
iii. দেবত্ব লাভ
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

■ নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৯১ ও ৯২নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
নিলয় মাঝে মাঝেই মহাবিশ্ব ও জীবের সৃষ্টি চিন্তায় বিভোর হয়ে যায়। এসবের সমাধান পেতে সে সৃষ্টিকর্তার আরাধনা শুরু করে।

৯০. নিলয় এ পৃথিবীর সবকিছুর কারণ সম্পর্কে কী জেনেছিল?
(ক) অবতার (খ) মহাপুরুষ
(গ) দৈবশক্তি (ঘ) ঈশ্বর

৯১. নিলয়ের দৃষ্টিতে ঈশ্বরের সাকার রূপ হচ্ছে–
i. বিষ্ণু
ii. মুনি-ঋষি
iii. দুর্গা
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

ঈশ্বরের গুণ ও শক্তি : দেব-দেবী ▸ পাঠ্যবই: পৃষ্ঠা ৬

৯২. সৌভাগ্য ও সৌন্দর্যের দেবী কোন? [ব. বো. '২৪; চ. বো. '২৩; সকল বোর্ড '১৭]
(ক) সরস্বতী (খ) লক্ষ্মী
(গ) কালী (ঘ) শীতলা

৯৩. শিশুরা সাধারণত কোন পূজার মাধ্যমে শিক্ষা জীবনে প্রবেশ করে? [রা. বো. '২৪]
(ক) দেবী কালীর (খ) দেবী দুর্গার
(গ) দেবী লক্ষ্মীর (ঘ) দেবী সরস্বতীর

৯৪. ব্যবসায় বাণিজ্যে সিদ্ধি লাভের জন্য কী পূজা করা হয়? [ঢ. বো. '২৪]
(ক) দুর্গা (খ) কালী
(গ) কার্তিক (ঘ) গণেশ

৯৫. কোন পূজার দিন হাতেখড়ি দেওয়া হয়? [ঢ. বো. '২৪]
(ক) লক্ষ্মী (খ) সরস্বতী
(গ) কার্তিক (ঘ) গণেশ

৯৬. 'সফলতার' দেবতা কে? [দি. বো. '২৪; ঢ. বো. '২৪]
(ক) কার্তিক (খ) গণেশ
(গ) শিব (ঘ) বিষ্ণু

৯৭. সরস্বতী পূজার মাধ্যমে– [ঢ. বো. '২৪]
(ক) বিদ্যা ও শিল্পকলায় পারদর্শী হওয়া যায়
(খ) সৌভাগ্য ও ধনসম্পদ লাভ হয়
(গ) আদর্শ ও সুন্দর সন্তান লাভ হয়
(ঘ) অন্যায় ও অশুভ ধ্বংস হয়

রমাদেবী তার ছেলেকে প্রথম লেখাপড়া শুরু করানোর জন্য একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। [রা. বো. '২৩]

৯৮. রমাদেবী কোন অনুষ্ঠানের আয়োজন করে?
(ক) দীপাবলী (খ) হাতে খড়ি
(গ) বর্ষবরণ (ঘ) নবান্ন

৯৯. রোগ প্রতিরোধ ও শান্তি প্রতিষ্ঠার দেবী কে? [সকল বোর্ড '২০]
(ক) দুর্গা (খ) মনসা
(গ) শীতলা (ঘ) কালী

১০০. ধ্বংসের দেবতা বলা হয় কাকে? [সকল বোর্ড '১৯]
(ক) ব্রহ্মা (খ) বিষ্ণু
(গ) শিব (ঘ) ইন্দ্র

১০১. শেফালি দেবী এ বছর তার মেয়ের হাতে-খড়ি দেওয়ার জন্য ঈশ্বরের এক শক্তির পূজা করবেন। [সকল বোর্ড '১৯]
(ক) সরস্বতী পূজা (খ) লক্ষ্মী পূজা
(গ) শীতলা পূজা (ঘ) দুর্গা পূজা

১০২. সিদ্ধি দেবতা কে? [সকল বোর্ড '১৮]
(ক) গণেশ (খ) সরস্বতী
(গ) কালী (ঘ) কার্তিক

১০৩. কাকে সময় ও পরিবর্তনের দেবী বলা হয়? [সকল বোর্ড '১৬]
(ক) কালী (খ) লক্ষ্মী
(গ) দুর্গা (ঘ) শীতলা

১০৪. নারায়ণ কার অপর নাম? [সকল বোর্ড '১৬]
(ক) ভগবান বিষ্ণুর (খ) শিবের
(গ) শ্রীরামকৃষ্ণের (ঘ) শ্রীকৃষ্ণের

১০৫. লক্ষ্মী পূজার কারণ কী? [আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]
(ক) অর্থের জন্য (খ) সম্পদের জন্য
(গ) ধনী হবার জন্য (ঘ) সন্তান কামনার জন্য

১০৬. কোন দেবীকে মহাবিশ্বের মহাশক্তি হিসেবে বিশ্বাস ও পূজা করা হয়? [বগুড়া জিলা স্কুল]
(ক) কালী (খ) লক্ষ্মী
(গ) দুর্গা (ঘ) শীতলা

১০৭. বিষ্ণু পালনকর্তা। তাঁর কৃপায় আমরা বেঁচে থাকি। বিষ্ণুর এই গুণ মূলত কার প্রকাশ? [চট্টগ্রাম কলেজিয়েট স্কুল]
(ক) ঈশ্বরের (খ) অবতারের
(গ) দেবীদের (ঘ) দেবতাদের

১০৮. ব্রহ্মা কোন শাস্ত্রের উদ্ভাবক? [বাংলাদেশ মহিলা সমিতি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ, চট্টগ্রাম]
(ক) কলাশাস্ত্র (খ) সাহিত্যশাস্ত্র
(গ) নাট্যশাস্ত্র (ঘ) ধর্মশাস্ত্র

১০৯. নাট্যশাস্ত্র ও বাস্তুশাস্ত্রের উদ্ভাবক কোন দেবতা? [আমেনা-বাকী রেসিডেনসিয়াল মডেল স্কুল এন্ড কলেজ, দিনাজপুর]
(ক) ব্রহ্মা (খ) বিষ্ণু
(গ) কালী (ঘ) মহেশ্বর

১১০. ঈশ্বরের শক্তির প্রকাশ কারা? [গভ. ল্যাবরেটরি হাই স্কুল, ঢাকা]
(ক) প্রাণিকুল (খ) মৎস্যকুল
(গ) দেব-দেবী (ঘ) পূজারিরা

১১১. ঈশ্বর কোন দেবতারূপে সৃষ্টির প্রতিপালন করেন? [আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ, মতিঝিল, ঢাকা]
(ক) ব্রহ্মা (খ) দুর্গা
(গ) বিষ্ণু (ঘ) শিব

১১২. চিকিৎসাশাস্ত্রে পারদর্শী কে? [কুষ্টিয়া সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]
(ক) বিষ্ণু (খ) শিব
(গ) ব্রহ্মা (ঘ) গণেশ

১১৩. বিদ্যার দেবী কে?
(ক) কালী (খ) লক্ষ্মী
(গ) দুর্গা (ঘ) সরস্বতী

১১৪. আমরা কেন স্বতন্ত্রভাবে দেব-দেবীর পূজা করি?
(ক) ঈশ্বরের বিভিন্ন গুণ ও শক্তি অর্জনের জন্য
(খ) স্বর্গ প্রাপ্তির জন্য
(গ) দেব-দেবীতে পরিণত হওয়ার জন্য
(ঘ) লৌকিকভাবে সম্মান পাওয়ার জন্য

১১৫. পূজার মাধ্যমে দেবতারা সন্তুষ্ট হয়ে কার অভীষ্ট পূরণ করেন?
(ক) পুরোহিতের (খ) পূজারির
(গ) বিশ্বাসীর (ঘ) সকলের

১১৬. সৃষ্টি করা ছাড়াও ব্রহ্মা যে শাস্ত্রের উদ্ভাবক—
(ক) ন্যায়শাস্ত্র (খ) সমরশাস্ত্র
(গ) নাট্যশাস্ত্র (ঘ) দর্শনশাস্ত্র

১১৭. দেবতারা বিপদে পড়লে কে তাঁদের উদ্ধার করেন?
(ক) ব্রহ্মা (খ) বিষ্ণু
(গ) শিব (ঘ) নারায়ণ

১১৮. শিবকে নটরাজ বলা হয় কেন?
(ক) নাট্যে ও নৃত্যে পারদর্শিতার জন্য
(খ) চিকিৎসাশাস্ত্রে পারদর্শিতার জন্য
(গ) অসুরদের বিনাশ করেন বলে
(ঘ) প্রলয়ের দেবতা বলে

১১৯. সরস্বতী পূজার মাধ্যমে আমরা কী অর্জন করতে পারি?
(ক) শারীরিক শক্তি (খ) মানসিক শক্তি
(গ) বিদ্যাশক্তি (ঘ) উপরের সবগুলো

১২০. নম্র ও বিনয়ী দেবতা কে?
(ক) বিষ্ণু (খ) শিব
(গ) গণেশ (ঘ) কার্তিক

১২১. দেবতা কার্তিকের পূজা করা হয় কেন?
(ক) আদর্শ ও সুন্দর সন্তান লাভের জন্য
(খ) ধন ও সম্পদ লাভের জন্য
(গ) প্রভাব ও প্রতিপত্তি লাভের জন্য
(ঘ) সুনাম ও সম্মান লাভের জন্য

১২২. কাকে স্বাস্থ্যবিধি পালন বা পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার দেবী বলা হয়?
(ক) দুর্গাকে (খ) লক্ষ্মীকে
(গ) শীতলাকে (ঘ) সরস্বতীকে

১২৩. ঈশ্বরের ত্রয়ী শক্তিরূপগুলোর অন্যতম— [বগুড়া গভ. পাইলট হাই স্কুল]
i. ব্রহ্মা
ii. বিষ্ণু
iii. বলরাম
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

১২৪. বিষ্ণুকে স্মরণ করলে— [রংপুর জিলা স্কুল]
i. পাপ দূরীভূত হয়ে
ii. হৃদয় পবিত্র হয়
iii. মনে শান্তি আসে
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

১২৫. দেবী লক্ষ্মী হচ্ছেন—
i. সৌভাগ্যের দেবী
ii. ধনসম্পদের দেবী
iii. সৌন্দর্যের দেবী
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

■ উদ্দীপকটি পড়ে ১২৬ ও ১২৭নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

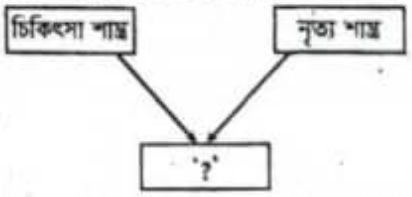

[ব. বো. '২৪]

১২৬. দৃশ্যমান ছক চিত্রে '?' চিহ্নিত স্থানটি কাকে নির্দেশ করে?
(ক) বিষ্ণু (খ) মহেশ্বর
(গ) কার্তিক (ঘ) ব্রহ্মা

১২৭. উক্ত দেবতার কাজ হলো—
i. ধ্বংস করে সমতা রক্ষা করা
ii. দেবতাদের বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা করা
iii. প্রচুর ধনসম্পদ দান করা
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

■ উদ্দীপকটি পড়ে ১২৮ ও ১২৯নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
ঈশ্বর সকলের হৃদয়ে অবস্থান করেন। সকলকে পরিচালনা করেন। তিনি সর্বজ্ঞ এ মহাবিশ্বের নিয়ন্ত্রক, বিশ্বের কারণ, স্রষ্টা ও ধ্বংসকারী। [আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]

১২৮. ঈশ্বর কোন রূপে সৃষ্টি করেন।
(ক) বিষ্ণু (খ) ব্রহ্মা
(গ) কালী (ঘ) শিব

১২৯. ঈশ্বরের প্রতি আমাদের উপাসনার কারণসমূহ হচ্ছে—
i. মোক্ষলাভ
ii. মানসিক অবস্থার উন্নতি
iii. মনের দৃঢ়তা বৃদ্ধি
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

উপাসনা, ঈশ্বর উপাসনার একটি মন্ত্র বা শ্লোকের অর্থ ও শিক্ষা

▸ পাঠ্যবই; পৃষ্ঠা ৮ ও ১০

১৩০. জীবাত্মাকে আর পুনর্জন্ম গ্রহণ করতে হয় না কী লাভ হলে? [ঢা. বো. '২৪]
(ক) স্বর্গ (খ) মুক্তি
(গ) (গ) সান্নিধ্য (ঘ) মোক্ষ

১৩১. উপাসনা কয় ধরনের? [রা. বো. '২৪]
(ক) দুই (খ) চার
(গ) (গ) ছয় (ঘ) আট

১৩২. ঊর্মি তার বোন অনুকে জিজ্ঞেস করল একজন প্রকৃত ধর্মপ্রাণ ব্যক্তির হৃদয় কী লাভের জন্য উন্মুখ থাকে? [সি. বো. '২৪]
(ক) ধনসম্পদ লাভ (খ) বিদ্যা ও জ্ঞান লাভ
(গ) (গ) ঈশ্বরের অনুকম্পা (ঘ) স্বর্গ লাভ

১৩৩. নিরাকার উপাসনার একটি অংশ হলো— [সকল বোর্ড '১৮]
(ক) কর্মযোগ (খ) জ্ঞানযোগ
(গ) (গ) ভক্তিযোগ (ঘ) রাজযোগ

১৩৪. মোক্ষলাভ বলতে বোঝায়— [সকল বোর্ড '১৭]
(ক) মৃত্যুবরণ (খ) স্বর্গে গমন
(ঘ) (গ) পুনর্জন্ম (ঘ) ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভ

১৩৫. প্রকৃত ধর্মপ্রাণ ব্যক্তির হৃদয় কী লাভের জন্য উন্মুখ থাকে? [সকল বোর্ড '১৫]
(ক) ধন-সম্পদ (খ) বিদ্যা ও জ্ঞান
(গ) (গ) ঈশ্বরের অনুকম্পা (ঘ) স্বর্গ

১৩৬. প্রতীক উপাসনা কী যোগ নামে পরিচিত? [রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ, ঢাকা]
(ক) কর্মযোগ (খ) জ্ঞানযোগ
(গ) (গ) ভক্তিযোগ (ঘ) সাংখ্যযোগ

১৩৭. 'কেশব ক্লেশহরণ — নারায়ণ জনার্দন' প্রার্থনা মন্ত্রটির শিক্ষা কী? [পল্লি উন্নয়ন একাডেমি স্যাব, স্কুল এন্ড কলেজ, বগুড়া]
(ক) দুঃখকে জয় করা (খ) অনাহারীকে অন্নদান
(গ) (গ) ঈশ্বরকে ভালোবাসা (ঘ) মানুষের কল্যাণ করা

১৩৮. 'মোক্ষ' মানে কী? [কুমিল্লা জিলা স্কুল]
(ক) পূণ্য (খ) চিরমুক্তি
(গ) (গ) আরধনা (ঘ) সান্নিধ্য

১৩৯. উপাসনার প্রধান উদ্দেশ্য কোনটি? [পাবনা জেলা স্কুল]
(ক) হৃদয়কে পরিশুদ্ধ করা (খ) মোক্ষলাভ
(গ) (গ) হিংসা দূর করা (ঘ) মনের দৃঢ়তা বৃদ্ধি

১৪০. কোনটি মনের দৃঢ়তা বৃদ্ধি করে? [নবাব ফয়জুন্নেছা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, কুমিল্লা]
(ক) ধ্যান (খ) শিক্ষা
(গ) (গ) উপাসনা (ঘ) নৈতিকতা

১৪১. 'একোহহম্' বলা হয়েছে কোন গ্রন্থে? [বরিশাল সরকারি বালিকা মাধ্যমিক বিদ্যালয়]
(ক) ন্যায়শাস্ত্রে (খ) উপনিষদে
(গ) (গ) গীতায় (ঘ) চণ্ডীতে

১৪২. আমরা ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানাই কেন?
(ক) আমাদের মঙ্গলের জন্য (খ) ঈশ্বরের মঙ্গলের জন্য
(গ) (গ) দেবতাদের মঙ্গলের জন্য (ঘ) পুরোহিতদের মঙ্গলের জন্য

১৪৩. উপাসনা বলতে যা বোঝায়—
(ক) পদ্ধতিহীন অবস্থায় ঈশ্বরের গুণগান করার রীতি
(খ) বিশেষ পদ্ধতিতে ঈশ্বরের গুণগান করার রীতি
(গ) সাধারণ পদ্ধতিতে ঈশ্বরের গুণগান করার রীতি
(গ) (ঘ) পূজা করা

১৪৪. আক্ষরিকভাবে উপাসনা বলতে কী বোঝায়?
(ক) ঈশ্বরের পাশে অবস্থান করা (খ) ধ্যানমগ্ন অবস্থায় সময় কাটানো
(গ) (গ) মন্দিরে অবস্থান করা (ঘ) সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করা

১৪৫. প্রকৃত ধর্মপ্রাণ ব্যক্তির হৃদয় কার অনুকম্পা লাভের জন্য উন্মুখ থাকে?
(ক) জ্ঞানীর (খ) ধ্যানীর
(ঘ) (গ) যোগীর (ঘ) ঈশ্বরের

১৪৬. 'প্রতীক' শব্দের অর্থ কী?
(ক) আকার (খ) নিরাকার
(ক) (গ) অস্তিত্ব (ঘ) সাকার

১৪৭. সাকার উপাসনা বলতে যা বোঝায়—
(ক) পুরোহিতকে উদ্দেশ্যে করে পূজা করা
(খ) দেব-দেবীর প্রতীমাকে উদ্দেশ্য করে পূজা করা
(গ) সন্ন্যাসীদের উদ্দেশ্য করে পূজা করা
(খ) (ঘ) নিরাকার ব্রহ্মের উদ্দেশ্যে পূজা করা

১৪৮. 'নিরাকার' শব্দের অর্থ কী?
(ক) যার কোনো আকার নেই (খ) যার চিহ্ন আছে
(ক) (গ) যাকে অন্ধকারে দেখা যায় না (ঘ) যার অস্তিত্ব নেই

১৪৯. ধ্যান সাধনার মাধ্যমে কোন ধরনের উপাসনা করা হয়?
(ক) সাকার উপাসনা (খ) অর্ধসাকার উপাসনা
(গ) (গ) নিরাকার উপাসনা (ঘ) প্রতীক উপাসনা

১৫০. নিরাকাররূপে ঈশ্বর কোন অবস্থায় অবস্থান করে?
(ক) দৃশ্যমান (খ) অদৃশ্য
(খ) (গ) প্রতীক (ঘ) সাকার

১৫১. যা আবৃত্তি করে উপাসনা করা হয়—
(ক) মন্ত্র বা শ্লোক (খ) মধ্যযুগের কবিতা
(ক) (গ) আধুনিক কবিতা (ঘ) ছড়া

১৫২. কোনটি হৃদয়কে পরিশুদ্ধ ও পবিত্র করে?
(ক) শিক্ষা (খ) সততা
(গ) (গ) উপাসনা (ঘ) একটিও নয়

১৫৩. কোনটি মনের দৃঢ়তা বৃদ্ধি করে?
(ক) ধ্যান (খ) শিক্ষা
(ঘ) (গ) নৈতিকতা (ঘ) উপাসনা

১৫৪. কোনটি মানুষের মানসিক অবস্থার উন্নতি করে?
(ক) ধনসম্পদ (খ) টাকাপয়সা
(গ) (গ) উপাসনা (ঘ) ধ্যান

১৫৫. কিসের জন্য জীবাত্মাকে বার বার জন্ম নিতে হয় না?
(ক) মোক্ষের জন্য (খ) উপাসনার বলে
(গ) (গ) পুণ্যের জন্য (ঘ) অর্থসম্পদের জন্য

১৫৬. ভগবান শ্রীবিষ্ণুই হলেন—
(ক) বলরাম (খ) রামকৃষ্ণ
(গ) (গ) শ্রীকৃষ্ণ (ঘ) শ্রীহরি

১৫৭. জীব ও জগতের জন্য অনেক লীলা করেছেন কে?
(ক) বিষ্ণু (খ) অর্জুন
(ক) (গ) বলরাম (ঘ) শ্রীরামকৃষ্ণ

১৫৮. বিষ্ণুকে পরমানন্দ বলা হয় কেন?
(ক) সবসময় আনন্দে থাকেন বলে (খ) ডাক নাম পরমানন্দ বলে
(ক) (গ) 'পরমানন্দ' তার উপাধি বলে (ঘ) পালন করেন বলে

১৫৯. উপাসনার মাধ্যমে— [কু. বো. '২৪]
i. অন্তর শুদ্ধ হয়
ii. ঈশ্বরের নৈকট্য লাভ হয়
iii. পুনর্জন্ম লাভ হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) (ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

১৬০. ভগবান বিষ্ণু প্রতিষ্ঠা করেছেন— [কু. বো. '২৪]
i. শান্তি
ii. সমতা
iii. ন্যায়
নিচের কোনটি সঠিক?
(খ) (ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

১৬১. ঈশ্বরের প্রতি আমাদের উপাসনার কারণসমূহ হচ্ছে— [সকল বোর্ড '২০]
i. মোক্ষলাভ
ii. অবস্থার উন্নতি
iii. মনের দৃঢ়তা বৃদ্ধি
নিচের কোনটি সঠিক?
(খ) (ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

১৬২. তপতী দেবী রোজ সন্ধ্যায় মন্দিরে গিয়ে পূজা দিয়ে ঈশ্বরের উপাসনা করেন। এভাবে উপাসনার ফলে তিনি কীভাবে উপকৃত হবেন? [হরিপাল সরকারি বালিকা মাধ্যমিক বিদ্যালয়]

i. তার মনের অহমিকা ও বিদ্বেষ দূর হবে
ii. ইষ্ট দেবতাকে উপলব্ধি করতে পারবে
iii. মনের আবেগকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন না

নিচের কোনটি সঠিক?

(গ) (ক) i (খ) ii (গ) i ও ii (ঘ) i, ii ও iii

১৬৩. উপাসনা দূর করে মানব মনের—

i. কামনা-বাসনা ও তৃষ্ণা
ii. অহমিকা ও আমিত্ব
iii. হিংসা-বিদ্বেষ

নিচের কোনটি সঠিক?

(ঘ) (ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

■ নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ১৬৪ ও ১৬৫নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

কেশব ক্লেশহরণ নারায়ণ জনার্দন।
গোবিন্দ পরমানন্দ মাং সমুদ্ধর মাধব ॥

১৬৪. উপরিউক্ত মন্ত্রে 'গোবিন্দ' শব্দ দ্বারা কাকে বোঝানো হয়েছে?

(ক) ঈশ্বরকে (খ) দেব-দেবীগণকে
(গ) আত্মাকে (ঘ) ব্রহ্মকে

(ক)

১৬৫. উক্ত মন্ত্রটি পাঠের মাধ্যমে—

i. জীব ও জগতের দুঃখ দূর হবে
ii. পাপ মোচন হবে
iii. জগতের মঙ্গল হবে

নিচের কোনটি সঠিক?

(গ) (ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

■ নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ১৬৬ ও ১৬৭নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

প্রীতম ধর্মগ্রন্থ থেকে ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভের উপায় জেনেছে। সে নির্জনে এসে একাগ্র মনে ঈশ্বরের উপাসনা করে।

১৬৬. প্রীতম কোন ধর্মগ্রন্থ থেকে ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভের উপায় সম্পর্কে জেনেছিল?

(ক) বেদ (খ) গীতা
(গ) মহাভারত (ঘ) পুরাণ

(গ)

১৬৭. প্রীতমের মতো নিয়মিত উপাসনার মাধ্যমে হতে পারে—

i. মানসিক অবস্থার উন্নতি
ii. মোক্ষলাভ
iii. মনের দৃঢ়তা বৃদ্ধি

নিচের কোনটি সঠিক?

(ঘ) (ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নোত্তর

স্কুল ও এসএসসি পরীক্ষায় সেরা প্রস্তুতির জন্য বিষয়বস্তু ও টপিকের ধারায় A+ গ্রেড সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নোত্তর

প্রশ্নের মান ২

স্রষ্টার স্বরূপ-ব্রহ্ম, ঈশ্বর, ভগবান ও অবতার ▸ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা ২

প্রশ্ন ১। ব্রহ্ম সম্পর্কে সংক্ষেপে লেখ।

উত্তর : ব্রহ্ম শব্দের অর্থ সর্ববৃহৎ, 'বৃহত্ত্বাৎ ব্রহ্ম'। যার থেকে বড় কেউ নেই। যিনি সকল কিছুর স্রষ্টা এবং যার মধ্যে সকল কিছুর অবস্থান ও বিলয় তিনিই ব্রহ্ম। ব্রহ্ম নিত্য, শুদ্ধ, সর্বজ্ঞ, মুক্ত, জ্যোতির্ময় নিরাকার, সর্বব্যাপী ও সর্বশক্তিমান। ব্রহ্ম যখন নিজের মধ্যে অবস্থান করেন তখন পরমাত্মা; জীবের মধ্যে অবস্থান করলে জীবাত্মা বলা হয়।

প্রশ্ন ২। স্রষ্টার স্বরূপ বলতে কী বোঝায়?

উত্তর : এ মহাবিশ্বে যিনি নিজেকে সৃষ্টি করেছেন, যিনি সকল দুঃখ থেকে মুক্ত। তিনিই এ মহাবিশ্বের স্রষ্টা, তাঁকে ব্রহ্ম, ঈশ্বর, ভগবান, অবতার এবং আত্মা নামে অভিহিত করা হয়েছে। ব্রহ্ম যখন জীব ও জগতের ওপর প্রভুত্ব করেন, তখন তিনি ঈশ্বর। ঈশ্বর যখন ভক্তের ডাকে সাড়া দেন, তখন তিনি ভগবান। আবার ঈশ্বর যখন জীবরূপ ধারণ করে পৃথিবীতে অবতরণ করেন, তখন তিনি অবতার।

প্রশ্ন ৩। ওঁ-এর পরিচয় দাও।

উত্তর : ব্রহ্মকে 'ওঙ্কার' বলা হয়। ওঙ্কার সংক্ষেপে হচ্ছে ওঁ। যার পূর্ণরূপ অ-উ-ম। এর অর্থ হচ্ছে সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়কারী ব্রহ্ম। একই সাথে তিনি অজ, অনাদি, অনন্ত এবং শাশ্বত। 'ওঙ্কার' রূপে ব্রহ্ম নিরাকার ও নির্গুণ এবং তিনি নিশ্চল অবস্থায় অবস্থান করেন।

প্রশ্ন ৪। ঈশ্বর কার কাছে কী নামে পরিচিত?

উত্তর : ব্রহ্মা যখন জীব ও জগতের ওপর প্রভুত্ব করেন তখন তাকে ঈশ্বর বলা হয়। ঈশ্বরের রূপের শেষ নেই। তিনি অনন্তরূপী। জ্ঞানীর কাছে তিনি ব্রহ্ম, যোগীর কাছে তিনি পরমাত্মা এবং ভক্তের কাছে তিনি ভগবান। ঈশ্বরকে পরমেশ্বর নামেও ডাকা হয়ে থাকে।

প্রশ্ন ৫। "ঈশ্বরকে সকল জীবের অন্তরাত্মা" বলা হয় কেন?

উত্তর : ঈশ্বর সকল জীবের অন্তরাত্মা। কারণ তিনি যখন জীবের মধ্যে আত্মারূপে অবস্থান করেন তখন তাঁকে জীবাত্মা বলে। আত্মা যখন নিজের মধ্যে অবস্থান করে তখন তাকে পরমাত্মা বলা হয়।

প্রশ্ন ৬। 'বৃহত্ত্বাৎ ব্রহ্ম' বলতে কী বোঝায়?

উত্তর : 'বৃহত্ত্বাৎ ব্রহ্ম' বলতে বোঝানো হয়েছে যাঁর থেকে বড় আর কেউ নেই, যিনি সকল কিছুর স্রষ্টা এবং যাঁর মধ্যে সকল কিছুর অবস্থান ও বিলয় তিনিই ব্রহ্ম। ব্রহ্ম শুধু প্রকৃতি ও মহাবিশ্বকেই সৃষ্টি করেননি, বরং তিনি প্রকৃতি ও মহাবিশ্বকে তাঁর ঐশ্বরিক শক্তির মাধ্যমে রক্ষাও করে থাকেন। বৈশিষ্ট্যগত দিক থেকে ব্রহ্ম নিত্য, শুদ্ধ, মুক্ত, সর্বজ্ঞ, জ্যোতির্ময়, নিরাকার, সর্বব্যাপী ও সর্বশক্তিমান।

প্রশ্ন ৭। ঈশ্বরকে কেন আদি শক্তি বলা হয়?

উত্তর : মহান ঈশ্বর একজন কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রক। একজন অপরিসীম ক্ষমতাধর পরমপুরুষ। তাঁর রয়েছে অসংখ্য মস্তক, অনন্ত চক্ষু, অগণিত চরণ। তিনি সমগ্র বিশ্বে সর্বজীবে পরিব্যাপ্ত। লক্ষ কোটি গ্রহ, উপগ্রহ এ মহাকাশে নির্দিষ্ট গতিপথে আবর্তিত হচ্ছে। ঈশ্বর এ মহাবিশ্বের একজন কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রক হিসেবে কাজ করেন। এসব কারণে তাঁকে আদি শক্তি বলা হয়।

প্রশ্ন ৮। এ মহাবিশ্ব যিনি নিজেই সৃষ্টি করেছেন, তিনি সকল দুঃখ থেকে মুক্ত— কথাটি বুঝিয়ে লেখ।

উত্তর : এ মহাবিশ্ব যিনি নিজেই সৃষ্টি করেছেন, তিনি সকল দুঃখ থেকে মুক্ত। ঈশ্বর এ মহাবিশ্ব সৃষ্টি করেছেন। তিনি এ মহাবিশ্বের স্রষ্টা, সর্বশক্তির উৎস। বৈশিষ্ট্যগত দিক থেকে স্রষ্টা নিত্য, শুদ্ধ, মুক্ত, সর্বজ্ঞ জ্যোতির্ময়, নিরাকার, সর্বব্যাপি ও সর্বশক্তিমান। তিনি সকল দুঃখ থেকে মুক্ত।

প্রশ্ন ৯। ভগবান সম্পর্কে সংক্ষেপে লেখ।

উত্তর : হিন্দুধর্ম দর্শন অনুসারে ঐশ্বর্য, বীর্য, যশ, শ্রী, জ্ঞান ও বৈরাগ্যকে ভগ বলে। ঈশ্বরকে যখন এই ছয়টি গুণের অধীশ্বররূপে কল্পনা ও আরাধনা করা হয় তখন তাকে ভগবান বলা হয়। বৈশিষ্ট্যগত দিক থেকে ভগবান গুণময় এবং অশেষরূপের আধার। তিনি রসময়, আনন্দময় এবং দয়াময়।

প্রশ্ন ১০। অবতার বলতে কী বোঝায়?

উত্তর : হিন্দুধর্মে অবতার বলতে কোনো বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনে স্বেচ্ছায় নিরাকার ঈশ্বরের জীব বা সাকার রূপে পৃথিবীতে আবির্ভূত হওয়াকে বোঝায়। দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন এবং ধর্ম রক্ষার জন্য ঈশ্বর নানারূপে পৃথিবীতে অবতরণ করেন। যেমন— নৃসিংহ, রাম, শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতি হচ্ছেন ঈশ্বরের বিভিন্ন অবতার।

প্রশ্ন ১১। বিষ্ণুর দশ অবতারের নাম লেখ।

উত্তর : বিষ্ণুর দশ অবতার হলেন। যথাক্রমে—
১. মৎস্য, ২. কূর্ম, ৩. বরাহ, ৪. নৃসিংহ, ৫. বামন, ৬. পরশুরাম, ৭. রাম, ৮. বলরাম, ৯. বুদ্ধ ও ১০. কল্কি।

প্রশ্ন ১২। পরমাত্মা বলতে কী বোঝায়?

উত্তর : ব্রহ্মকে পরমাত্মা বলা হয়। ব্রহ্ম যখন জীবের মধ্যে আত্মারূপে অবস্থান করেন, তখন তাকে জীবাত্মা বলে। আত্মা যখন নিজের মধ্যে অবস্থান করে, তখন তাকে পরাত্মা বলা হয়। ব্রহ্ম বা পরমাত্মার জন্ম নেই, মৃত্যু নেই। ব্রহ্মকে 'ওঙ্কার' বলা হয়। ওঙ্কার এর পূর্ণরূপ অ-উ-ম (ওঁ)।

প্রশ্ন ১৩। ঈশ্বর একেক সময় একেক রূপ ধারণ করেন কেন? বুঝিয়ে লেখ।

উত্তর : এ মহাবিশ্বে যিনি নিজেকে সৃষ্টি করেছেন, যিনি সকল দুঃখ থেকে মুক্ত। তিনিই এ মহাবিশ্বের স্রষ্টা। তাঁকে ব্রহ্ম, ঈশ্বর, ভগবান, অবতার এবং আত্মা নামে অভিহিত করা হয়েছে। ব্রহ্ম যখন জীব ও জগতের উপর প্রভুত্ব করেন। তখন তিনি ঈশ্বর। ঈশ্বর যখন ভক্তের ডাকে সাড়া দেন, তখন তিনি ভগবান। আবার ঈশ্বর যখন জীবরূপ ধারণ করে পৃথিবীতে অবতরণ করেন, তখন তিনি অবতার।

প্রশ্ন ১৪। ব্রহ্মরূপে স্রষ্টার স্বরূপ বলতে কী বোঝায়?

উত্তর : 'ব্রহ্ম' শব্দের অর্থ সর্ববৃহৎ। কাজেই ব্রহ্ম থেকে বড় কেউ নেই। যিনি সকল কিছুর স্রষ্টা এবং যার মধ্যে সকল কিছুর অবস্থান ও বিলয় তিনিই ব্রহ্ম। ব্রহ্ম নিত্য, শুদ্ধ, মুক্ত, সর্বজ্ঞ, জ্যোতির্ময়, নিরাকার, সর্বব্যাপী ও সর্বশক্তিমান।

প্রশ্ন ১৫। ঈশ্বররূপে স্রষ্টার স্বরূপ বলতে কী বোঝায়?

উত্তর : ব্রহ্ম যখন জীব ও জগতের ওপর প্রভুত্ব করেন, তখন তাঁকে ঈশ্বর বলা হয়। ঈশ্বরের রূপের শেষ নেই। ঈশ্বর অনন্তরূপী। তিনি জগতের সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা এবং ধ্বংস কর্তা। ঈশ্বরকে পরমেশ্বর নামেও ডাকা হয়।

প্রশ্ন ১৬। ভগবানরূপে স্রষ্টার স্বরূপ বলতে কী বোঝায়?

উত্তর : বিষ্ণু পুরাণে বলা হয়েছে যিনি ভূতগণের উৎপত্তি, বিনাশ, পরলোকে গতি, ইহলোকে আগমন এবং বিদ্যা ও অবিদ্যা জানেন, তিনিই ভগবান। ভগবান গুণময়, অশেষ রূপের আধার এবং প্রকৃত সত্য। তিনি রসময়, আনন্দময় ও দয়াময়।

প্রশ্ন ১৭। অবতাররূপে স্রষ্টার স্বরূপ বলতে কী বোঝায়?

উত্তর : 'অবতার' শব্দটি সংস্কৃত শব্দ। 'অবতার' অর্থ হলো কোনো বিশেষ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে জীবরূপে মর্ত্যে ঈশ্বরের অবতরণ। দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন এবং ধর্ম রক্ষার জন্য ঈশ্বর নানারূপে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন।

স্রষ্টা ও সৃষ্টির সম্পর্ক এবং সৃষ্টির মধ্যে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায় স্রষ্টার ভূমিকা

▸ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা ৫

প্রশ্ন ১৮। ঈশ্বরকে সর্বশক্তিমান বলা হয় কেন? বুঝিয়ে লেখ।

উত্তর : ঈশ্বর এ মহাবিশ্বের সকল কিছু সৃষ্টি করেছেন এবং সকল কিছুর নিয়ন্ত্রণ করছেন। তাঁর রয়েছে অসংখ্য মস্তক, অনন্ত চক্ষু : অগণিত চরণ। তিনি সমগ্র বিশ্বে সর্বজীবে পরিব্যাপ্ত। তাই লক্ষ কোটি গ্রহ, উপগ্রহ, জীব ও জড় বস্তু সবকিছুই একটি শৃঙ্খলার মধ্যে আবদ্ধ। যা অসীম ক্ষমতাধর ঈশ্বর কেন্দ্রীয়ভাবে নিয়ন্ত্রণ করছেন। তাই ঈশ্বরকে সর্বশক্তিমান বলা হচ্ছে।

ঈশ্বরের গুণ ও শক্তি : দেব-দেবী

▸ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা ৬

প্রশ্ন ১৯। দেব-দেবী বলতে কী বোঝায়?

উত্তর : ঈশ্বরের সাকার রূপ হলেন দেব-দেবী। ঈশ্বর যখন কোনো গুণ বা ক্ষমতাকে কোনো বিশেষ আকার বা রূপে প্রকাশ করেন এবং তাঁর মধ্য দিয়ে কোনো দায়িত্ব পরিচালনা করেন তখন তাদের দেব দেবী বলা হচ্ছে। যেমন– ব্রহ্মা সৃষ্টির দেবতা, বিষ্ণু পালনকর্তা, সরস্বতী বিদ্যার দেবী। শিব প্রলয়ের দেবতা। দেবদেবীরা এক ঈশ্বরের বিভিন্ন রূপ।

প্রশ্ন ২০। বিষ্ণুর পরিচয় দাও।

উত্তর : ঈশ্বর যেরূপে পালন করেন তাঁর নাম বিষ্ণু। তিনি সৃষ্টি স্থিতি ও প্রতিপালনের দেবতা। তিনি এ বিশ্বে যা কিছু আছে তা পালন ও রক্ষা করেন। দুষ্টের দমন ও শিষ্টকে পালন করার জন্য তিনি বহুরূপে পৃথিবীতে অবতরণ করেছিলেন। বিষ্ণুকে স্মরণ করলে পাপ দূরীভূত হয়, হৃদয় পবিত্র হয়, মনে শান্তি আসে।

প্রশ্ন ২১। শিব বা মহেশ্বর সম্বন্ধে সংক্ষেপে লেখ।

উত্তর : শিব সংহার বা প্রলয়ের দেবতা। তিনি সংহার করে সমতা রক্ষা করেন। এ ছাড়াও তিনি দেবতাদের বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা এবং প্রয়োজনে অসুরদের বিনাশ করেন। তিনি চিকিৎসাশাস্ত্র ও নৃত্যশাস্ত্রসহ বহু বিদ্যায় পারদর্শী। নাট্যে ও নৃত্যে পারদর্শিতার কারণে তাকে নটরাজ বলা হয়।

প্রশ্ন ২২। দেবী শীতলার পূজা করা হয় কেন? সংক্ষেপে লেখ।

উত্তর : দেবী শীতলা রোগ প্রতিরোধ ও শান্তি প্রতিষ্ঠার দেবী। দেবী শীতলাকে স্বাস্থ্যবিধি পালন বা পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার দেবীও বলা হয়। শীতলা পূজার মাধ্যমে আমরা স্বাস্থ্যবিধি ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা বিষয়ে সচেতন হয়ে থাকি। তিনি মহামারি প্রতিরোধ ও প্রাণিকুলকে বিভিন্ন রোগের হাত থেকে রক্ষা করেন। তাই আমরা দেবী শীতলার পূজা করি।

উপাসনা, ঈশ্বর উপাসনার একটি মন্ত্র বা শ্লোকের অর্থ ও শিক্ষা

▸ পাঠ্যবই: পৃষ্ঠা ৮ ও ১০

প্রশ্ন ২৩। উপাসনা বলতে কী বোঝায়?

উত্তর : বিশেষ পদ্ধতিতে ঈশ্বরের গুণগান করার রীতিকেই বলা হয় উপাসনা। আক্ষরিক অর্থে উপাসনা বলতে ঈশ্বরের পাশে অবস্থান করাকে বোঝানো হয়। হিন্দুধর্ম অনুসারে ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভ করাই হলো পরম তৃপ্তি ও মুক্তির একমাত্র পথ। উপাসনা ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভের একটি মাধ্যম বা পথ।

প্রশ্ন ২৪। 'ধর্মমূলোহি ভগবান্, সর্ববেদময়ো হরিঃ।'– কথাটি বুঝিয়ে লেখ।

উত্তর : হিন্দুধর্মের মূলে রয়েছেন ভগবান স্বয়ং ঈশ্বর আছেন। তিনি এক বা অদ্বিতীয়। তিনি সকল জীবের অন্তরাত্মা। সবকিছুই তার থেকে সৃষ্ট। ঈশ্বর আমাদের সৃষ্টি করেছেন। তিনি আমাদের পালন করেন। আমাদের ভালো-মন্দ, মঙ্গল-অমঙ্গল সবকিছুই তাঁর হাতে। তাই ঈশ্বরকেই ধর্মের মূল উৎস বলা হয়েছে।

প্রশ্ন ২৫। সাকার উপাসনা সম্পর্কে লেখ।

উত্তর : সাকার উপাসনাকে প্রতীক উপাসনা ও বলা হয়। প্রতীক শব্দের অর্থ চিহ্ন বা আকার। মূলত এ ধরনের উপাসনা বিভিন্ন দেব-দেবীর প্রতিমাকে (ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, লক্ষ্মী, মনসা প্রভৃতি) উদ্দেশ্য করে করা হয়। সাকার উপাসনা সগুণ উপাসনা বা ভক্তিযোগ নামে পরিচিত। এ উপাসনায় ভগবান প্রতিকৃতিতে প্রকাশিত থাকেন, অবস্থান করেন। তাই একে সাকার উপাসনা বলা হয়।

প্রশ্ন ২৬। নিরাকার উপাসনা সম্পর্কে লেখ।

উত্তর : 'নিরাকার' শব্দের অর্থ যার কোনো আকার নেই। মূলত এ ধরনের উপাসনা ধ্যান সাধনার মাধ্যমে করা হয়। এ উপাসনা ঈশ্বরের কোনো প্রতিকৃতিকে উদ্দেশ্য করে করা হয় না। নিরাকাররূপ অদৃশ্য ঈশ্বরকে উপলব্ধি করে তার উপাসনা করা হয়। জ্ঞানযোগ নিরাকার উপাসনার একটি অংশ।

প্রশ্ন ২৭। মোক্ষলাভ বলতে কী বোঝ?

উত্তর : মোক্ষ অর্থ চিরমুক্তি। দেহান্তরের মধ্য দিয়ে জীবাত্মা এক দেহ থেকে অন্য দেহে যায়। কিন্তু পুণ্যবলে একসময় আর দেহান্তর হয় না। তখন জীবাত্মাকে অন্য দেহে যেতে হয় না। জীবাত্মা পরমাত্মায় লীন হয়ে যায়। ফলে পুনর্জন্ম হয় না আর। একেই বলে মোক্ষ বা মোক্ষলাভ করা।

প্রশ্ন ২৮। উপাসনার শিক্ষা কী? লেখ।

উত্তর : উপাসনার মাধ্যমে আমরা জানতে পারি– ব্রহ্ম বা ঈশ্বরের চেয়ে উৎকৃষ্ট আর কিছুই নেই। তিনি সবকিছুর সৃষ্টি করেছেন এবং নিজ গুণে তাঁর সৃষ্টির মধ্যে বিশ্বজগতে বিরাজ করছেন। তিনি ছাড়া এ জগতে দ্বিতীয় আর কেউ নেই অর্থাৎ ঈশ্বর এক ও অদ্বিতীয়। আমাদের উচিত সর্বদা ঈশ্বরের নাম জপ করা, মহত্ত্ব উপলব্ধি করা।

জ্ঞান ও অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ও উত্তর

স্কুল ও এসএসসি পরীক্ষায় সেরা প্রস্তুতির জন্য টপিকের ধারায় A+ গ্রেড জ্ঞান ও অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ও উত্তর

১০০% প্রস্তুতি উপযোগী জ্ঞানমূলক প্রশ্ন ও উত্তর

পাঠ্যবইয়ের টপিকের ধারায় উপস্থাপিত

স্রষ্টার স্বরূপ-ব্রহ্ম, ঈশ্বর, ভগবান ও অবতার ▸ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা ২

প্রশ্ন ১। ভগবান কে? [ঢা. বো. '২৪]

উত্তর : ভগ তথা ঐশ্বর্য, বীর্য, যশ, শ্রী, জ্ঞান ও বৈরাগ্য যার মধ্যে পূর্ণরূপে আছে তিনিই ভগবান।

প্রশ্ন ২। ঈশ্বরকে কখন ভগবান বলা হয়? [ঢা. বো. '২৪]

উত্তর : ঈশ্বরকে যখন (ঐশ্বর্য, বীর্য, যশ, শ্রী, জ্ঞান ও বৈরাগ্য) এই ছয়টি গুণের অধিশ্বররূপে কল্পনা ও আরাধনা করা হয় তখন ঈশ্বরকে ভগবান বলা হয়।

প্রশ্ন ৩। জীবাত্মা কাকে বলে? [ঢা. বো. '১৯; রা. বো. '২৪, '১৯; য. বো. '১৯; কু. বো. '১৯; চ. বো. '২৪, '১৯; সি. বো. '১৯; ব. বো. '১৯; দি. বো. '১৯]

উত্তর : ব্রহ্ম যখন জীবের মধ্যে আত্মারূপে অবস্থান করেন তখন তাকে জীবাত্মা বলে।

প্রশ্ন ৪। পরমাত্মা কাকে বলে? [ঢা. বো. '২০; কু. বো. '২৪, '২০; চ. বো. '২০; দি. বো. '২০; ম. বো. '২০]

উত্তর : স্রষ্টার নিরাকার রূপ ব্রহ্মকে পরমাত্মা বলা হয়।

প্রশ্ন ৫। ঈশ্বর কাকে বলে? [রা. বো. '২০; য. বো. '২০; সি. বো. '২৪, '২০; ব. বো. '২০]

উত্তর : ব্রহ্ম যখন জীব ও জগতের ওপর প্রভুত্ব করেন তখন তাঁকে ঈশ্বর বলা হয়।

প্রশ্ন ৬। কার চেয়ে উৎকৃষ্ট বা অপকৃষ্ট কিছুই নেই? [ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ]

উত্তর : ঈশ্বরের চেয়ে উৎকৃষ্ট বা অপকৃষ্ট কিছুই নেই।

প্রশ্ন ৭। 'ওঙ্কার'-এর অর্থ কী? [গভ. ল্যাবরেটরি হাই স্কুল, ঢাকা]

উত্তর : ওঙ্কার-এর অর্থ হচ্ছে সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়কারী ব্রহ্ম।

প্রশ্ন ৮। সর্বভূতের সনাতন বীজ কে? [নবাব ফয়জুন্নেছা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, কুমিল্লা]

উত্তর : সর্বভূতের সনাতন বীজ হচ্ছেন ঈশ্বর।

প্রশ্ন ৯। বিষ্ণুর ষষ্ঠ অবতার কোনটি? [ইস্পাহানী পাবলিক স্কুল ও কলেজ, চট্টগ্রাম]

উত্তর : বিষ্ণুর ষষ্ঠ অবতার হচ্ছেন পরশুরাম।

প্রশ্ন ১০। 'ব্রহ্ম' কার স্বরূপ? [বরিশাল জিলা স্কুল]

উত্তর : ব্রহ্ম ঈশ্বরের স্বরূপ।

প্রশ্ন ১১। সনাতন বা হিন্দুধর্ম অনুসারে স্রষ্টাকে কী নামে অভিহিত করা হয়েছে?

উত্তর : সনাতন বা হিন্দুধর্ম অনুসারে স্রষ্টাকে ব্রহ্ম, ঈশ্বর, ভগবান ও অবতার নামে অভিহিত করা হয়েছে।

প্রশ্ন ১২। 'ব্রহ্ম' শব্দের অর্থ কী?

উত্তর : 'ব্রহ্ম' শব্দের অর্থ সর্ববৃহৎ।

প্রশ্ন ১৩। ব্রহ্মকে কী বলা হয়?

উত্তর : ব্রহ্মকে পরমাত্মা বলা হয়।

প্রশ্ন ১৪। ঈশ্বরকে কী নামে ডাকা হয়?

উত্তর : ঈশ্বরকে পরমেশ্বর নামে ডাকা হয়।

প্রশ্ন ১৫। ঈশ্বর কোথায় বিরাজ করেন?

উত্তর : ঈশ্বর সর্বত্র বিরাজ করেন।

প্রশ্ন ১৬। 'ভগ' কাকে বলে?

উত্তর : হিন্দুধর্ম দর্শন অনুসারে ঐশ্বর্য, বীর্য, যশ, শ্রীজ্ঞান ও বৈরাগ্যকে 'ভগ' বলে।

প্রশ্ন ১৭। ভগবান সম্পর্কে কোথায় বলা হয়েছে?

উত্তর : ভগবান সম্পর্কে বিষ্ণু পুরাণে বলা হয়েছে।

প্রশ্ন ১৮। ঈশ্বর যখন জীবের দয়া করেন তখন তাকে কী বলা হয়?

উত্তর : ঈশ্বর যখন জীবের দয়া করেন, তখন তাকে ভগবান বলা হয়।

প্রশ্ন ১৯। শ্রীমদ্ভগবত পুরাণ মতে সর্বশেষ অবতার কে?

উত্তর : শ্রীমদ্ভগবত পুরাণ মতে সর্বশেষ অবতার হলেন কল্কি।

প্রশ্ন ২০। হিন্দুধর্মের বিশ্বাস অনুযায়ী কলিযুগের শেষে কে আবির্ভূত হবেন?

উত্তর : হিন্দুধর্মের বিশ্বাস অনুযায়ী কলিযুগের শেষে কল্কি অবতার আবির্ভূত হবেন।

প্রশ্ন ২১। অবতার কাকে বলে?

উত্তর : কোনো উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ঈশ্বর যখন জীবরূপ ধারণ করে পৃথিবীতে অবতরণ করেন, তখন তাকে অবতার বলে।

প্রশ্ন ২২। অবতার কী করেন?

উত্তর : অবতার দুষ্টকে শক্ত হাতে দমন করেন এবং সাধুদের রক্ষা করেন।

স্রষ্টা ও সৃষ্টির সম্পর্ক এবং সৃষ্টির মধ্যে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায় স্রষ্টার ভূমিকা ▸ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা ৫

প্রশ্ন ২৩। ব্রহ্মকে কখন ঈশ্বর বলা হয়?

উত্তর : ব্রহ্ম যখন জীব ও জগতের ওপর প্রভুত্ব করেন, তখন তাঁকে ঈশ্বর বলা হয়।

প্রশ্ন ২৪। ত্রয়ী শক্তি কী?

উত্তর : ঈশ্বর ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব এ ত্রয়ী শক্তিরূপে আবির্ভূত।

প্রশ্ন ২৫। ত্রয়ী শক্তির অর্থ কী?

উত্তর : ত্রয়ী শক্তির অর্থ হচ্ছে ব্রহ্মা সৃষ্টির দেবতা, বিষ্ণু রক্ষার ও প্রতিপালনকারী দেবতা এবং শিব ধ্বংসের দেবতা।

প্রশ্ন ২৬। স্রষ্টা কখন অবতাররূপে অবতীর্ণ হন?

উত্তর : এ বিশ্বে যখন ধর্ম কমে যায় এবং অধর্ম বেড়ে যায়, তখন স্রষ্টা জগতে অবতাররূপে অবতীর্ণ হন।

প্রশ্ন ২৭। ন্যায়শাস্ত্র অনুসারে ভালো ও মন্দ কাজের ফলাফল কী?

উত্তর : ন্যায়শাস্ত্র অনুসারে ভালো কাজের ফলাফল শুভ এবং মন্দ কাজের ফলাফল অশুভ।

ঈশ্বরের গুণ ও শক্তি : দেব-দেবী ▸ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা ৬

প্রশ্ন ২৮। বিষ্ণুকে স্মরণ করলে কী হয়? [ইস্পাহানি পাবলিক স্কুল ও কলেজ, চট্টগ্রাম]

উত্তর : বিষ্ণুকে স্মরণ করলে পাপ দূরীভূত হয়, হৃদয় পবিত্র হয় ও মনে শান্তি আসে।

প্রশ্ন ২৯। ব্রহ্ম থেকে কী সৃষ্টি হয়েছে? [সরকারি জুবিলী উচ্চ বিদ্যালয়, সুনামগঞ্জ]

উত্তর : ব্রহ্ম থেকে প্রকৃতি ও মহাবিশ্বের সৃষ্টি হয়েছে।

প্রশ্ন ৩০। কখন দেবতারা সন্তুষ্ট হয়ে পূজারির অভীষ্ট পূরণ করেন?

উত্তর : পূজার মাধ্যমে দেবতারা সন্তুষ্ট হয়ে পূজারির অভীষ্ট পূরণ করেন।

প্রশ্ন ৩১। ঈশ্বর যে রূপে সৃষ্টি করেন তাঁর নাম কী?

উত্তর : ঈশ্বর যে রূপে সৃষ্টি করেন তাঁর নাম ব্রহ্মা।

প্রশ্ন ৩২। বিষ্ণু কে?

উত্তর : বিষ্ণু হলেন সৃষ্টির রক্ষা ও প্রতিপালনের দেবতা।

প্রশ্ন ৩৩। দুষ্টকে দমন ও শিষ্টকে পালন করেন কে?

উত্তর : দুষ্টকে দমন ও শিষ্টকে পালন করেন বিষ্ণু।

প্রশ্ন ৩৪। শিব বা মহেশ্বর কে?

উত্তর : শিব বা মহেশ্বর ধ্বংস বা প্রলয়ের দেবতা।

প্রশ্ন ৩৫। নটরাজ কাকে বলে?

উত্তর : নাট্যে ও নৃত্যে পারদর্শিতার কারণে শিব বা মহেশ্বরকে নটরাজ বলা হয়।

প্রশ্ন ৩৬। দেবী দুর্গা কে?
উত্তর : দেবী দুর্গা হলেন ঈশ্বরের শক্তিরূপ।
প্রশ্ন ৩৭। মহাশক্তি হিসেবে কাকে পূজা করা হয়?
উত্তর : দেবী দুর্গাকে মহাবিশ্বের মহাশক্তি হিসেবে পূজা করা হয়।
প্রশ্ন ৩৮। দেবী কালী কে?
উত্তর : দেবী কালী হলেন শাশ্বত ক্ষমতা ও শক্তির আধার।
প্রশ্ন ৩৯। সময় ও পরিবর্তনের দেবী কাকে বলা হয়?
উত্তর : দেবী কালীকে সময় ও পরিবর্তনের দেবী বলা হয়।
প্রশ্ন ৪০। দেবী লক্ষ্মী কে?
উত্তর : দেবী লক্ষ্মী হলেন সৌভাগ্য, ধনসম্পদ এবং সৌন্দর্যের দেবী।
প্রশ্ন ৪১। দেবী লক্ষ্মী কী দান করেন?
উত্তর : দেবী লক্ষ্মী আমাদের বিভিন্ন সম্পদ দান করেন।
প্রশ্ন ৪২। দেবী সরস্বতী কে?
উত্তর : দেবী সরস্বতী হলেন বিদ্যা, শিল্পকলা ও সংস্কৃতির দেবী।
প্রশ্ন ৪৩। দেবতা গণেশ কে?
উত্তর : সিদ্ধি বা সফলতার দেবতা হলেন গণেশ।
প্রশ্ন ৪৪। কখন গণেশের পূজা করা হয়?
উত্তর : যে কোনো শুভ কাজে বা ব্যবসায় বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সিদ্ধিদাতা হিসেবে দেবতা গণেশের পূজা করা হয়।
প্রশ্ন ৪৫। দেবতা কার্তিক কে?
উত্তর : দেবতা কার্তিক হলেন নম্র ও বিনয়ী দেবতা।
প্রশ্ন ৪৬। দেবতা কার্তিকের পূজা কেন করা হয়?
উত্তর : আদর্শ ও সুন্দর সন্তান লাভের জন্য দেবতা কার্তিকের পূজা করা হয়।
প্রশ্ন ৪৭। শীতলা দেবী কে?
উত্তর : শীতলা দেবী হলেন রোগ প্রতিরোধ ও শান্তি প্রতিষ্ঠার দেবী।
প্রশ্ন ৪৮। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার দেবী কাকে বলে?
উত্তর : দেবী শীতলাকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার দেবী বলে।
প্রশ্ন ৪৯। বিভিন্ন রোগের হাত থেকে রক্ষা করেন কে?
উত্তর : দেবী শীতলা মহামারী প্রতিরোধ করে প্রাণিকুলকে বিভিন্ন রোগের হাত থেকে রক্ষা করেন।

উপাসনা, ঈশ্বর উপাসনার একটি মন্ত্র বা শ্লোকের অর্থ ও শিক্ষা

▸ পাঠ্যবই; পৃষ্ঠা ৮ ও ১০

প্রশ্ন ৫০। উপাসনা কাকে বলে? [ঢা. বো. '২৪]
উত্তর : বিশেষ পদ্ধতিতে ঈশ্বরের গুণগান করার রীতিকে উপাসনা বলে।
প্রশ্ন ৫১। সাকার উপাসনা কাকে বলে? [দি. বো. '২৪]
উত্তর : যে উপাসনা বিভিন্ন দেব-দেবীর প্রতিমাকে (ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, সরস্বতী, লক্ষ্মী, মনসা প্রভৃতি) উদ্দেশ্য করে করা হয়, তাকে সাকার উপাসনা বলে।
প্রশ্ন ৫২। উপাসনা কত ধরনের হয়ে থাকে?
[আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ, মতিঝিল, ঢাকা; কাদিরাবাদ ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল, নাটোর]
উত্তর : উপাসনা দুই ধরনের হয়ে থাকে। ক. সাকার উপাসনা ও খ. নিরাকার উপাসনা।
প্রশ্ন ৫৩। হিন্দুধর্মের মূলে কে? [আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ, মতিঝিল, ঢাকা; ঝিনাইদহ সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]
উত্তর : হিন্দুধর্মের মূলে রয়েছেন ভগবান স্বয়ং।
প্রশ্ন ৫৪। ঈশ্বরের রূপ কী?
উত্তর : ঈশ্বর নিরাকার আবার প্রয়োজনে সাকার রূপ ধারণ করেন।
প্রশ্ন ৫৫। উপনিষদ অনুসারে ঈশ্বর কী?
উত্তর : উপনিষদ অনুসারে ঈশ্বর সকলের প্রভু, সর্বজ্ঞ, নিয়ন্ত্রক, স্রষ্টা ও ধ্বংসকারী।
প্রশ্ন ৫৬। ধর্মের মূল উৎস কী?
উত্তর : ঈশ্বরই ধর্মের মূল উৎস।
প্রশ্ন ৫৭। 'প্রতীক' শব্দের অর্থ কী?
উত্তর : 'প্রতীক' শব্দের অর্থ চিহ্ন বা আকার।
প্রশ্ন ৫৮। প্রতীক উপাসনা কী নামে পরিচিত?
উত্তর : প্রতীক উপাসনা সগুণ উপাসনা বা ভক্তিযোগ নামে পরিচিত।
প্রশ্ন ৫৯। পূজা করাকে কী হিসেবে বিবেচনা করা হয়?
উত্তর : পূজা করাকে সগুণ উপাসনা হিসেবে বিবেচনা করা হয়।
প্রশ্ন ৬০। 'নিরাকার' শব্দের অর্থ কী?
উত্তর : নিরাকার শব্দের অর্থ যার কোনো আকার নেই।
প্রশ্ন ৬১। উপাসনার বিভিন্ন উপায় কী কী?
উত্তর : উপাসনার বিভিন্ন উপায়ের মধ্যে রয়েছে পূজা করা, জপ ধ্যান বা যোগসাধনা, তন্ত্রসাধনা প্রভৃতি।
প্রশ্ন ৬২। উপাসনা ও প্রার্থনার মন্ত্র বা শ্লোক কোথায় থাকে?
উত্তর : উপাসনা ও প্রার্থনার জন্য হিন্দুধর্মগ্রন্থে অনেক মন্ত্র বা শ্লোক রয়েছে।
প্রশ্ন ৬৩। কখন পুনর্জন্ম হয় না?
উত্তর : জীবাত্মা পরমাত্মা বা ব্রহ্মে লীন হয়ে গেলে পুনর্জন্ম হয় না।
প্রশ্ন ৬৪। মোক্ষ কাকে বলে?
উত্তর : যখন জীবাত্মা পরমাত্মায় বা ব্রহ্মে লীন হয়ে যায় আর পুনর্জন্ম হয় না, তখন তাকে মোক্ষ বলে।
প্রশ্ন ৬৫। মোক্ষলাভ কী?
উত্তর : মোক্ষলাভ বলতে ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভ করাকে বোঝায়।
প্রশ্ন ৬৬। উপাসনার প্রধান উদ্দেশ্য কী?
উত্তর : উপাসনার প্রধান উদ্দেশ্য হলো মোক্ষলাভ।
প্রশ্ন ৬৭। শ্রীকৃষ্ণ কে?
উত্তর : ভগবান শ্রীবিষ্ণুই হলেন শ্রীকৃষ্ণ।
প্রশ্ন ৬৮। জীব ও জগতের মঙ্গলের জন্য শ্রীকৃষ্ণ কী করেছেন?
উত্তর : জীব ও জগতের মঙ্গলের জন্য শ্রীকৃষ্ণ অনেক লীলা করেছেন।

১০০% প্রস্তুতি উপযোগী অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ও উত্তর

পাঠ্যবইয়ের টপিকের ধারায় উপস্থাপিত

স্রষ্টার স্বরূপ-ব্রহ্ম, ঈশ্বর, ভগবান ও অবতার ▸ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা ২

প্রশ্ন ১। ব্রহ্মকে ঈশ্বর বলার কারণ ব্যাখ্যা কর। [রা. বো. '২৪]
উত্তর : ব্রহ্ম যখন জীব ও জগতের ওপর প্রভুত্ব করেন তখন তাকে ঈশ্বর বলা হয়।
ব্রহ্ম শব্দের অর্থ সর্ববৃহৎ 'বৃহত্ত্বাৎ ব্রহ্ম'। যার থেকে বড় কেউ নেই। যিনি সকল কিছুর স্রষ্টা এবং যাঁর মধ্যে সকল কিছু অবস্থান ও বিলয় তিনিই ব্রহ্ম। তিনি নিত্য, শুদ্ধ, মুক্ত, সর্বজ্ঞ, নিরাকার, নির্গুণ ও সর্বব্যাপী। ব্রহ্মকে পরমাত্মাও বলা হয়। তিনি যখন জীবের মধ্যে আত্মারূপে অবস্থান করেন তখন তাকে জীবাত্মা বলা হয়। আবার তিনি স্বয়ম্ভু, অর্থাৎ তাঁকে কেউ সৃষ্টি করেনি এবং সকল কিছুর নিয়ন্তা তিনি। তাই ব্রহ্মকে ঈশ্বর বলা হয়।

প্রশ্ন ২। 'ভগ' বলতে কী বোঝায়? [রা. বো. '২৪]
উত্তর : 'ভগ' বলতে ঈশ্বরের ছয়টি গুণকে বোঝায়। হিন্দুধর্ম দর্শন অনুসারে ঐশ্বর্য, বীর্য, যশ, শ্রী, জ্ঞান ও বৈরাগ্যকে 'ভগ' বলা হয়। আর এই 'ভগ' বা ৬টি গুণ যার মধ্যে পূর্ণরূপে আছে তিনিই ভগবান। বিষ্ণু পুরাণে বলা হয়েছে, যিনি ভূতগণের উৎপত্তি, বিনাশ, পরলোকে গতি, ইহলোকে আগমন এবং বিদ্যা-অবিদ্যা সম্বন্ধে জানেন তিনিই ভগবান। আর ঈশ্বর বা শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন এই ছয়টি গুণের পূর্ণ অধীশ্বর। অর্থাৎ তিনিই 'ভগ' বা ভগবান।

প্রশ্ন ৩। কখন ঈশ্বরকে ভগবান বলা হয়? ব্যাখ্যা কর। [চ. বো. '২৪]
উত্তর : ঈশ্বর যখন জীবকে দয়া করেন তখন তাকে ভগবান বলা হয়। হিন্দুধর্ম দর্শন অনুসারে ঐশ্বর্য, বীর্য, যশ, শ্রী, জ্ঞান ও বৈরাগ্য— এ ছয়টি গুণ পূর্ণরূপে যার মধ্যে বিদ্যমান এবং যিনি ভূতগণের উৎপত্তি, বিনাশ,

পরলোকে গতি, ইহলোকে আগমন সম্বন্ধে জানেন তিনিই ভগবান। তিনি প্রয়োজনে জীবের ন্যায় দেহধারী হয়ে তপস্যা, ধ্যান, প্রার্থনা ও সকল সুখ-দুঃখ ভোগ করেন। ভক্তের ডাকে সাড়া দিয়ে যখন ভক্তের কাছে আসেন, ভক্তের সাথে লীলা করে, প্রয়োজনে ভক্তের বোঝা বহন করেন, তখন ঈশ্বরকে ভগবান বলা হয়। ভগবান রসময়, আনন্দময় এবং কৃপাময়।

প্রশ্ন ৪। ভগবানের অবতরণের কারণ ব্যাখ্যা কর। [ব. বো. '২৪]

উত্তর : ভগবান যেকোনো রূপ ধারণ করে ভক্তকে দেখা দেন, লীলা করেন। প্রয়োজনে জীবের ন্যায় দেহধারী হয়ে তপস্যা, ধ্যান, প্রার্থনা ও সকল সুখ-দুঃখ ভোগ করেন এবং পৃথিবীতে এসে ভগবান দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন করে ধর্ম ও ন্যায়ের সংস্থাপন করে থাকেন। ভক্তের ডাকে সাড়া দিয়ে ভগবান কাছে আসেন, প্রয়োজনে ভক্তের বোঝা বহন করেন। অতএব বলা যায়, বহুবিধ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে ভগবান অবতরণ করেন।

প্রশ্ন ৫। শান্তি প্রতিষ্ঠায় কে পৃথিবীতে নেমে আসেন? ব্যাখ্যা কর।
[ঢা. বো. '২০; কু. বো. '২০; চ. বো. '২০; দি. বো. '২০; ম. বো. '২০]

উত্তর : শান্তি প্রতিষ্ঠায় ঈশ্বর অবতাররূপে পৃথিবীতে নেমে আসেন। হিন্দুধর্মে অবতার বলতে কোনো বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনে স্বেচ্ছায় নিরাকার ঈশ্বরের জীব বা সাকাররূপে পৃথিবীতে আবির্ভূত হওয়াকে বোঝানো হয়। দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন এবং ধর্মরক্ষার জন্য ঈশ্বর নানারূপে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন বা নেমে আসেন।

প্রশ্ন ৬। শ্রীকৃষ্ণকে ভগবান বলা হয় কেন? [ঢা. বো. '১৯; রা. বো. '১৯; য. বো. '১৯; কু. বো. '১৯; চ. বো. '১৯; সি. বো. '১৯; ব. বো. '১৯; দি. বো. '১৯]

উত্তর : শ্রীকৃষ্ণকে ভগবান বলা হয়। কারণ ভগবানের সমস্ত ঐশ্বর্য তাঁর মধ্যে উপস্থিত ছিল। হিন্দুধর্ম দর্শন অনুসারে ঐশ্বর্য, বীর্য, যশ, শ্রী, জ্ঞান ও বৈরাগ্যকে ভগ বলে। ভগ যাঁর মধ্যে পূর্ণরূপে আছে তিনিই ভগবান। শ্রীকৃষ্ণ ভগ-এর অধিকারী এবং তিনি ভগবানের পূর্ণাবতার। ভগবানের সমস্ত ঐশ্বর্য তাঁর মধ্যে বিদ্যমান থাকার কারণেই তাঁকে ভগবান বলা হয়।

প্রশ্ন ৭। ব্রহ্ম বলতে কী বোঝায়?

উত্তর : 'ব্রহ্ম' শব্দের অর্থ সর্ববৃহৎ। যাঁর থেকে বড় কেউ নেই, যিনি সকল কিছুর স্রষ্টা এবং যাঁর মধ্যে সকল কিছুর অবস্থান ও বিলয় তিনিই ব্রহ্ম। ব্রহ্ম নিত্য, শুদ্ধ, মুক্ত, সর্বজ্ঞ, জ্যোতির্ময়, নিরাকার, সর্বব্যাপী ও সর্বশক্তিমান। ব্রহ্মকে পরমাত্মা বলা হয়। তিনি যখন জীবের মধ্যে আত্মারূপে অবস্থান করেন, তখন তাঁকে জীবাত্মা বলে। ব্রহ্ম বা পরমাত্মার জন্ম ও মৃত্যু নেই। তিনি অজ, অনাদি এবং শাশ্বত। ব্রহ্মকে 'ওঙ্কার' বলা হয়। ওঙ্কার (ওঁ) হলো অ-উ-ম। এর অর্থ হলো সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়কারী ব্রহ্ম।

প্রশ্ন ৮। বিভিন্ন নামে বা রূপে ব্যক্ত হলেও দেবতারা এক ঈশ্বরের ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশ– ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : ঈশ্বর নিরাকার। আবার প্রয়োজনে ঈশ্বর সাকাররূপ ধারণ করেন। দেবতারা ঈশ্বরের সাকার রূপ। ঈশ্বর যখন নিজের কোনো গুণ বা ক্ষমতাকে কোনো বিশেষ আকার বা রূপে প্রকাশ করেন, তখন তাঁকে দেবতা বলা হয়। যেমন– ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, দুর্গা সরস্বতী প্রভৃতি দেবতা সকলেই ঈশ্বরের বিশেষ গুণ বা ক্ষমতা ধারণ করেছেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ব্রহ্মা সৃষ্টির দেবতা, বিষ্ণু পালনকর্তা, শিব প্রলয়ের দেবতা, দুর্গা দুষ্টের দমনকারী, সরস্বতী বিদ্যার দেবী ইত্যাদি। কাজেই বিভিন্ন নামে বা রূপে ব্যক্ত হলেও দেবতারা একই ঈশ্বরের ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশ মাত্র।

স্রষ্টা ও সৃষ্টির সম্পর্ক এবং সৃষ্টির মধ্যে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায় স্রষ্টার ভূমিকা

▸ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা ৫

প্রশ্ন ৯। সর্বশক্তিমান হিসেবে স্রষ্টার ভূমিকা আলোচনা কর।
[রা. বো. '২০; য. বো. '২০; সি. বো. '২০; ব. বো. '২০]

উত্তর : মহান ঈশ্বর একজন কেন্দ্রিয় নিয়ন্ত্রক। একজন অসীম ক্ষমতাধর পরমপুরুষ। তাঁর রয়েছে অসংখ্য মস্তক, অনন্ত চক্ষু, অগণিত চরণ। তিনি সমগ্র বিশ্বে সর্বজীবে পরিব্যাপ্ত। লক্ষ কোটি গ্রহ, উপগ্রহ এ মহাকাশে নির্দিষ্ট গতিপথে আবর্তিত হচ্ছে। জীব ও জড়বস্তু সবকিছুই একটি শৃঙ্খলার মধ্যে আবদ্ধ। পরম কারণবাদের যৌক্তিকতা থেকে বিচার করলে দেখা যায় যে, এক ঈশ্বর বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডকে বিস্ময়কর শৃঙ্খলার মাধ্যমে পরিচালিত করছেন। কেননা একাধিক ঈশ্বরের নিয়মকানুনগুলো ভিন্ন ভিন্ন হতো যা সংঘাতের সৃষ্টি করত। অতএব ঈশ্বর এ মহাবিশ্বের একজন কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রক হিসেবে প্রধান ভূমিকা পালন করছেন। পৃথিবী, মাটি, জল, আলো-বাতাস দ্বারা গঠিত, যা কোনো পরম একক শক্তি দ্বারা সৃষ্ট ও নিয়ন্ত্রিত। ঈশ্বর ব্যতীত অন্য কারও পক্ষে তা করা অসম্ভব। এজন্য সর্বশক্তিমান হিসেবে স্রষ্টার ভূমিকা অপরিসীম।

ঈশ্বরের গুণ ও শক্তি : দেব-দেবী

▸ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা ৬

প্রশ্ন ১০। 'বিষ্ণু প্রতিপালনের দেবতা' —এ কথাটি বুঝিয়ে লেখ।
[ঢা. বো. '২৪]

উত্তর : বিষ্ণু হলেন সৃষ্টির স্থিতি ও প্রতিপালনের দেবতা।
বিশ্বে যা কিছু আছে ভগবান বিষ্ণু তা পালন ও রক্ষা করেন। বিষ্ণুকে স্মরণ করলে পাপ দূরীভূত হয়। হৃদয় পবিত্র হয় ও মনে শান্তি আসে। দুষ্টকে দমন ও শিষ্টকে পালন করার জন্য তিনি বহুরূপে এ পৃথিবীতে আবির্ভূত হন। তাই বিষ্ণুকে প্রতিপালনের দেবতা বলা হয়ে থাকে।

প্রশ্ন ১১। ঈশ্বররূপে বিভিন্ন দেব-দেবীর পূজা করা হয় কেন? [ঢা. বো. '২৪]

উত্তর : দেব-দেবী ঈশ্বরের সাকার রূপ। ঈশ্বর নিজের কোনো গুণ বা ক্ষমতাকে কোনো বিশেষ আকার বা রূপে প্রকাশ করেন। যেমন- ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, দুর্গা, সরস্বতী ইত্যাদি। তারা সকলেই ঈশ্বরের বিশেষ গুণ বা ক্ষমতা ধারণ করে রয়েছেন। এ কারণে ঈশ্বররূপে বিভিন্ন দেব-দেবীকে পূজা করা হয়। পূজার মাধ্যমে দেবতারা সন্তুষ্ট হয়ে পূজারির অভীষ্ট পূরণ করেন।

প্রশ্ন ১২। কাকে নটরাজ বলা হয়? ব্যাখ্যা কর। [সি. বো. '২৪]
অথবা, মহাদেবকে নটরাজ বলা হয় কেন? [ম. বো. '২৪]

উত্তর : নাট্যে ও নৃত্যে পারদর্শিতার কারণে শিবকে নটরাজ বলা হয়। শিব বা মহেশ্বর ধ্বংস বা প্রলয়ের দেবতা। তিনি দুষ্টদের ধ্বংস করে পৃথিবীতে সমতা রক্ষা করেন। এ ছাড়াও তিনি দেবতাদের বিপদ-আপদ থেকে রক্ষার জন্য অসুরদের বিনাশ করেন। তিনি চিকিৎসাশাস্ত্র ও নৃত্যশাস্ত্রসহ বহুবিদ্যায় পারদর্শী। এ পারদর্শীতার কারণে ভক্তরা তাঁকে নটরাজ নামেও ডাকে।

প্রশ্ন ১৩। মহাবিশ্বের মহাশক্তি হিসেবে বিশ্বাস এবং পূজা করা হয় কাকে? ব্যাখ্যা কর। [দি. বো. '২৪]

উত্তর : মহাবিশ্বের মহাশক্তি হিসেবে বিশ্বাস এবং পূজা করা হয় দেবী দুর্গাকে। দেবী দুর্গা ঈশ্বরের শক্তিরূপ। আদ্য শক্তি মহামায়াই বিভিন্ন দেবীরূপে প্রকাশিত হয়েছেন যেমন– দুর্গা, কালী, জগদ্ধাত্রী, কাত্যায়নী প্রভৃতি। দেবী দুর্গা অসীম শক্তির দেবী। যিনি মহাবিশ্ব সৃষ্টি ও ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করার সাথে সম্পৃক্ত।

উপাসনা, ঈশ্বর উপাসনার একটি মন্ত্র বা শ্লোকের অর্থ ও শিক্ষা

▸ পাঠ্যবই; পৃষ্ঠা ৮ ও ১০

প্রশ্ন ১৪। "ঈশ্বরই ধর্মের মূল উৎস" —ব্যাখ্যা কর। [ঢা. বো. '২৪]

উত্তর : হিন্দুধর্মের মূলে রয়েছেন স্বয়ং ভগবান। শাস্ত্রে বলা হয়েছে, 'ধর্মমূলো হি ভগবান্, সর্ববেদময়ো হরিঃ।' ঈশ্বর আছেন, তিনি এক ও অদ্বিতীয়, তিনি সকল জীবের অন্তরাত্মা, সবকিছুই তাঁর থেকে সৃষ্ট। সুতরাং ঈশ্বরই ধর্মের মূল উৎস।

প্রশ্ন ১৫। সাকার উপাসনা বলতে কী বোঝ? [ঢা. বো. '২৪]

উত্তর : ঈশ্বরের কোনো গুণ বা আকারের উপাসনা করার পদ্ধতিকে সাকার উপাসনা বলে।
মূলত এ ধরনের উপাসনা বিভিন্ন দেব-দেবীর প্রতিমাকে (ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, সরস্বতী, লক্ষ্মী, মনসা প্রভৃতি) উদ্দেশ্য করেই করা হয়। সাকার বা প্রতীক উপাসনা সগুণ উপাসনা বা ভক্তিযোগ নামে পরিচিত। সগুণরূপে ঈশ্বর সাকাররূপে অবস্থান করেন।

সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

স্কুল ও এসএসসি পরীক্ষায় সেরা প্রস্তুতির জন্য শিখনফল ও বিষয়বস্তুর ধারায় A+ গ্রেড সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্নের মান ১০

পাঠ্যবইয়ের অনুশীলনীর সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

পাঠ্যবইয়ের শিখনফল সূত্র সংবলিত

প্রশ্ন ১ ▸ পাঠ্যবইয়ের অনুশীলনীর ১নং সৃজনশীল প্রশ্ন

শুভ্র ও তার মায়ের কথোপকথন—

শুভ্র : মা, দিনের পর রাত, রাতের পর দিন হয় কেন? দাদু মারা গেলেন কেন?

মা : এটি মহাবিশ্বের একটি নিয়ম। এর মূলে রয়েছেন স্রষ্টা। তাঁকে আমরা ঈশ্বর বলি।

শুভ্র : মা, ঈশ্বর কে? ব্রহ্মা, শিব না বিষ্ণু?

মা : এঁরা সকলেই এক ঈশ্বরের বিভিন্ন গুণ ও শক্তি এবং ঈশ্বরের সাকাররূপের প্রতিফলন। তাই আমরা বিভিন্ন দেব-দেবীর পূজা করি।

ক. বিষ্ণুর সর্বশেষ অবতার কোনটি? ১

খ. উপাসনা বলতে কী বোঝায়? ২

গ. অনুচ্ছেদে শুভ্রের প্রশ্নের জবাবে তার মা স্রষ্টার কোন ভূমিকার কথা ব্যক্ত করেন তা তোমার পঠিত বিষয়বস্তুর আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. শুভ্রের মায়ের শেষোক্ত কথাটি— 'ঈশ্বরের সাকার রূপের প্রতিফলন'— বিশ্লেষণ কর। ৪

১নং প্রশ্নের উত্তর : ▸ শিখনফল ২ ও ৩

ক বিষ্ণুর সর্বশেষ অবতার হচ্ছেন কল্কি।

খ আমাদের মঙ্গল-অমঙ্গল সবই ঈশ্বরের হাতে। তাই আমাদের মঙ্গলের জন্য আমরা ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানাই। বিশেষ পদ্ধতিতে ঈশ্বরের গুণগান করার রীতিকে উপাসনা বলা হয়। আক্ষরিকভাবে উপাসনা বলতে ঈশ্বরের পাশে অবস্থান করাকে বোঝানো হয়।

গ অনুচ্ছেদে শুভ্রের প্রশ্নের জবাবে মা স্রষ্টার সৃষ্টির নিয়ম এবং অস্তিত্ব সম্পর্কে ব্যক্ত করেন।

আদিতে এ মহাবিশ্ব ছিল না। তখন সব ছিল অন্ধকার। তারপর এলো আলো, জল এবং জলের পরে পৃথিবী। পৃথিবীর পরে এলো গাছপালা, কীটপতঙ্গ, জীবজন্তু, মানবকুল প্রভৃতি। এ সবকিছু সৃষ্টির মূলে রয়েছেন ঈশ্বর। তিনি নিজেই সৃষ্টি হয়েছেন। গীতায় বলা হয়েছে তিনি পরমাত্মা এবং একমাত্র আশ্রয়। তাছাড়া আমরা বছরের বিভিন্ন সময়ে দেব-দেবীর পূজা করে থাকি। এসব দেব-দেবী মূলত ঈশ্বরেরই সাকার রূপ। এঁরা ঈশ্বরের একেক শক্তির অধিকারী। তাই দেখা যাচ্ছে এ পৃথিবীর জলে, স্থলে, আকাশে, বাতাসে সর্বত্র স্রষ্টা অর্থাৎ ঈশ্বর বিরাজমান। আর তাঁর ভূমিকা আছে বলেই পৃথিবী এত সুন্দর।

ঘ শুভ্রের মায়ের শেষোক্ত কথাটি অর্থাৎ 'সকল দেব-দেবী হচ্ছেন ঈশ্বরের সাকার রূপের প্রতিফলন'— এটি যথার্থ ও সঠিক।

শুভ্রের মা বোঝাতে চাইছেন, ঈশ্বর সীমাহীন গুণ ও ক্ষমতার অধিকারী। তিনি যখন নিজের কোনো গুণ বা ক্ষমতাকে কোনো বিশেষ আকার বা রূপে প্রকাশ করেন, তখন তাঁকে দেবতা বলে। দেবতারা আলাদা গুণ বা শক্তির অধিকারী হলেও ঈশ্বর নন। ঈশ্বর এক ও অদ্বিতীয়। দেবতারা এক ঈশ্বরের বিভিন্ন গুণ বা শক্তির প্রকাশ মাত্র। ঈশ্বর নিরাকার, আবার প্রয়োজনে সাকার রূপও ধারণ করেন। দেব-দেবী ঈশ্বরের সাকার রূপ। ঈশ্বর নিজের কোনো গুণ বা ক্ষমতাকে কোনো বিশেষ আকার বা রূপে প্রকাশ করেন। যেমন ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, দুর্গা, সরস্বতী ইত্যাদি। এসব দেব-দেবী ঈশ্বরের বিশেষ গুণ বা ক্ষমতা ধারণ করে রয়েছেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ব্রহ্মা সৃষ্টির দেবতা, বিষ্ণু পালনের দেবতা, শিব প্রলয়ের দেবতা, দুর্গা দুর্গতি নাশিনী, সরস্বতী বিদ্যার দেবী ইত্যাদি। আমরা ঈশ্বরের বিভিন্ন গুণ ও শক্তি অর্জনের জন্য দেব-দেবীর পূজা করি। এসব দেবদেবী মূলত ঈশ্বরের সাকার রূপেরই প্রতিফলন।

সকল বোর্ডের এসএসসি পরীক্ষার সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

নতুন পাঠ্যবইয়ের আলোকে উত্তরকৃত

প্রশ্ন ২ ▸ ঢাকা বোর্ড ২০২৪

আনন্দ অত্যন্ত ধর্মানুরাগী। সে বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ অধ্যয়ন করে। সে নিত্য গীতা পাঠ করে। সে ঈশ্বরের স্বরূপ জানতে আরও বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ পাঠ করা শুরু করে। সে এসব পড়ে জানতে পারে ব্রহ্ম, ঈশ্বর, ভগবান ঈশ্বরের বিভিন্ন নাম। ঈশ্বরের বৈশিষ্ট্য অনুসারে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন নামে ডাকা হয়।

ক. ভগবান কে? ১

খ. "ঈশ্বরই ধর্মের মূল উৎস" —ব্যাখ্যা কর। ২

গ. আনন্দ স্রষ্টার স্বরূপ সম্পর্কে কী জেনেছিল? বর্ণনা কর। ৩

ঘ. আনন্দ স্রষ্টা অবতাররূপে যে পৃথিবীতে নেমে আসতেন তার কারণ জানতে পারল, তোমার পাঠ্যবইয়ের আলোকে তা বিশ্লেষণ কর। ৪

২নং প্রশ্নের উত্তর : ▸ শিখনফল ১

ক ঈশ্বরকে যখন ছয়টি গুণের অধীশ্বর (ঐশ্বর্য, বীর্য, যশ, শ্রী, জ্ঞান, বৈরাগ্য) রূপে কল্পনা বা আরাধনা করা হয়, তখন ঈশ্বরকে ভগবান বলা হয়।

খ হিন্দুধর্মের মূলে রয়েছেন স্বয়ং ভগবান। 'ধর্মমূলো হি ভগবান্, সর্ববেদময়ো হরিঃ।' ঈশ্বর আছেন, তিনি এক ও অদ্বিতীয়, তিনি সকল জীবের অন্তরাত্মা, সবকিছুই তাঁর থেকে সৃষ্ট। সুতরাং ঈশ্বরই ধর্মের মূল উৎস।

গ ভগবানরূপে স্রষ্টার স্বরূপ সম্পর্কে আনন্দ ধর্মগ্রন্থ পাঠের মাধ্যমে জেনেছিল ঐশ্বর্য, বীর্য, যশ, শ্রী, জ্ঞান ও বৈরাগ্য— এ ছয়টি গুণকে বলা হয় ভগ। ভগ যার মধ্যে পূর্ণরূপে আছে তিনিই হচ্ছেন ভগবান। বিষ্ণু পুরাণে বলা হয়েছে যিনি ভূতগণের উৎপত্তি, বিনাশ, পরলোকে গতি, ইহলোকে আগমন এবং বিদ্যা-অবিদ্যা জানেন, তিনিই ভগবান। বৈশিষ্ট্যগত দিক থেকে ভগবান গুণময়, অশেষ রূপের আধার এবং প্রকৃত সত্য। তিনি রসময়, আনন্দময় ও দয়াময়। তিনি তাঁর ভক্তদের বিভিন্নভাবে কৃপা করে থাকেন। ভগবানের মধ্যে ভক্ত তাঁর অভীষ্ট প্রত্যক্ষ করতে পারেন। তিনি যেকোনো রূপধারণ করে ভক্তকে দেখা দেন, লীলা করেন। তিনি প্রয়োজনে জীবের ন্যায় দেহধারী হয়ে তপস্যা, ধ্যান, প্রার্থনা ও সকল সুখ-দুঃখ ভোগ করেন। আবার ঈশ্বরাবেশে অপ্রাকৃত লীলা, দাবানল পান, এক হাতে গোবর্ধন ধারণ, পাষণ্ড-দলন এবং কঠোর তপস্যা করে সকলকে মুগ্ধ করেন এবং সকলের মঙ্গল করেন। প্রয়োজনে ভক্তের বোঝা তিনি বহন করেন। মোটকথা ঈশ্বর যখন সকল জীবকে দয়া করেন তখন তাঁকে বলা হয় ভগবান।

ঘ স্রষ্টা অবতাররূপে যে পৃথিবীতে নেমে আসতেন আনন্দ তা বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ পাঠের মাধ্যমে জানতে পারল। নিচে পাঠ্যবইয়ের আলোকে বিশ্লেষণ করা হলো—

অবতার বলতে হিন্দুধর্মে কোনো বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনে স্বেচ্ছায় নিরাকার ঈশ্বরের জীব বা সাকাররূপে পৃথিবীতে আবির্ভূত হওয়াকে বোঝানো হয়। তাঁরা সকলের শ্রদ্ধার পাত্র ও অতি লৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন।

আমাদের এ পৃথিবীতে যখনই ধর্মের গ্লানি হয়, অধর্মের আবির্ভাব হয় তখন চারদিকে শুধু বিরাজ করে অশান্তি। মারামারি, হানাহানি, অন্যায়-অত্যাচার ও সাধুদের নিধন তখন নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। তখন এসব অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে ভগবান নিজেই দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন এবং ধর্ম রক্ষার জন্য নানারূপে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন বা নেমে আসেন। যেমন– নৃসিংহ, রাম, শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতি ঈশ্বরেরই অবতার রূপ। শ্রীমদ্‌ভগবত পুরাণে বলা হয়েছে, ভগবান বিষ্ণু অনেকবার অবতার হিসেবে বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে এ পৃথিবীতে এসেছেন। বিভিন্ন যুগে ভগবান বিষ্ণু দশবার অবতার হিসেবে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। পরিশেষে বলা যায়, বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ পাঠ করে আনন্দ অবতাররূপে স্রষ্টার নেমে আসার বিষয়টি বুঝতে পেরেছিল।

প্রশ্ন ৩ ▸ ঢাকা বোর্ড ২০২৪

লাবণ্য প্রতিদিন সকালে স্নান সেরে, শুদ্ধ বস্ত্র পরিধান করে, ধূপ-দীপ জ্বালিয়ে পূজা করেন। পূজা শেষে প্রতিদিন গীতা ও অন্যান্য ধর্মগ্রন্থ পাঠ করেন। অন্যদিকে, তার স্বামী অতনু বাবু প্রতিদিন সকালে ধ্যানে বসে ঈশ্বরের আরাধনা করেন। তারা উভয়েই মনে করেন "মানবজীবনে উপাসনার প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।"

ক. উপাসনা কাকে বলে? ১
খ. সাকার উপাসনা বলতে কী বোঝ? ২
গ. অতনু বাবুর ঈশ্বর আরাধনার পদ্ধতিকে কী বলা হয়? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. "মানবজীবনে উপাসনার প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম"— মন্তব্যটি উদ্দীপক ও পাঠ্যবইয়ের আলোকে যথার্থতা নিরূপণ কর। ৪

৩নং প্রশ্নের উত্তর : ▸ শিখনফল ৪

ক বিশেষ পদ্ধতিতে ঈশ্বরের গুণগান করার রীতিকে উপাসনা বলে।

খ ঈশ্বরের কোনো গুণ বা আকারের উপাসনা করার পদ্ধতিকে সাকার উপাসনা বলে।

মূলত এ ধরনের উপাসনা বিভিন্ন দেব-দেবীর প্রতিমাকে (ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, সরস্বতী, লক্ষ্মী, মনসা প্রভৃতি) উদ্দেশ্য করেই করা হয়। সাকার বা প্রতীক উপাসনা সগুণ উপাসনা বা ভক্তিযোগ নামে পরিচিত। সগুণরূপে ঈশ্বর সাকাররূপে অবস্থান করেন। এ সময় তিনি প্রকৃতিতে প্রকাশিত। পূজা করাকে সগুণ উপাসনা হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

গ অতনু বাবুর ঈশ্বর আরাধনার পদ্ধতিকে বলা হয় নিরাকার উপাসনা বা নির্গুণ উপাসনা।

'নিরাকার' শব্দের অর্থ যার কোনো আকার নেই। মূলত এ ধরনের উপাসনা ধ্যান সাধনার মাধ্যমে করা হয়। উদ্দীপকের অতনু বাবুও প্রতিদিন ধ্যানে বসে ঈশ্বরের আরাধনা করতেন। জ্ঞানযোগ নিরাকার উপাসনার একটি অংশ। এ উপাসনা ঈশ্বরের কোনো প্রতিকৃতিকে উদ্দেশ্য করে করা হয় না। নিরাকাররূপ ঈশ্বর অদৃশ্য অবস্থায় অবস্থান করেন। তাকে উপলব্ধি করে তার উপাসনা করা হয়। এভাবেও ঈশ্বরকে লাভ করা যায়। হিন্দুধর্মাবলম্বী কেউ নিরাকার, কেউবা সাকার উপাসনার মাধ্যমে ঈশ্বরকে পূজা বা আরাধনা করেন। এ সম্পর্কে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমদ্‌ভগবদ গীতায় উল্লেখ করেছেন :

যে যথা মাং প্রপদ্যন্ত তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।
মম বর্ত্মানুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ। (গীতা ৪/১১)

অর্থাৎ যারা যেভাবে আমাকে ভজনা করে তাদের সেভাবেই আমি কৃপা করে থাকি। মনুষ্যগণ সর্বপ্রকারে আমার পথ অনুসরণ করে। তাই বলতে পারি, অতনু বাবুর নিরাকার উপাসনার মাধ্যমেও ঈশ্বর প্রাপ্তি সম্ভব।

ঘ "মানবজীবনে উপাসনার প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম"—এর সাথে আমি একমত। আমাদের মঙ্গলের জন্য আমরা ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানাই। তার গুণগান করি। বিশেষ পদ্ধতিতে ঈশ্বরের গুনগান করার রীতিকে বলা হয় উপাসনা। মানবজীবনে উপাসনার প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। যেমন– (১) ঈশ্বরের উপাসনা হৃদয়কে পরিশুদ্ধ ও পবিত্র করে এবং সুন্দর অনুভূতির সৃষ্টি করে। (২) উপাসনা মনের দৃঢ়তা বৃদ্ধি করে, মনের আবেগকে পরিশুদ্ধ, উন্নত ও নিয়ন্ত্রণ করে। (৩) উপাসনা ভক্তদের ঈশ্বরের কাছাকাছি অবস্থানের সুযোগ করে দেয় এবং ধর্মীয় বিষয়ে গভীর চেতনার সৃষ্টি করে। (৪) উপাসনা মানুষের মানসিক অবস্থার উন্নতি করে, মনের কুটিলতা দূর করে এবং মনকে শুদ্ধ করে সত্যের পথে পরিচালিত করে। উপাসনা মনের কামনা, বাসনা, তৃষ্ণা, অহমিকা, আমিত্ব, হিংসা-বিদ্বেষ দূর করে। (৫) উপাসনার মাধ্যমে ভক্ত তার ইষ্ট দেবতাকে উপলব্ধি করতে পারে এবং গভীর ভালোবাসার মাধ্যমে সে তাকে নিজের চোখে অবলোকন করতে পারে। (৬) উপাসনার মাধ্যমে মোক্ষলাভ বা চিরমুক্তি ঘটে। তখন আর পুনর্জন্ম হয় না।

উপরোক্ত বিষয়সমূহের পর্যালোচনা করে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, "মানবজীবনে উপাসনার গুরুত্ব অপরিসীম।"

প্রশ্ন ৪ ▸ রাজশাহী বোর্ড ২০২৪

মৌমিতা দেবী প্রতিদিন সকালে স্নান করে তার আরাধ্য দেবতার পূজা করেন। যিনি পালনের দেবতা হিসেবে পরিচিত। যার নাম নিলে হৃদয় পরিশুদ্ধ হয় এবং মনে শান্তি আসে। অন্যদিকে শিল্পী দেবীও ঈশ্বরের এক বিশেষ শক্তির পূজা করেন। যিনি বিভিন্ন রোগ প্রতিরোধ ও শান্তির দেবী হিসেবে পরিচিত। এ কারণেই শিল্পী দেবী সবসময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকেন।

ক. জীবাত্মা কাকে বলে? ১
খ. 'ভগ' বলতে কী বোঝায়? ২
গ. মৌমিতা দেবী ঈশ্বরের কোন শক্তির পূজা করেন? বর্ণনা কর। ৩
ঘ. শিল্পী দেবী ঈশ্বরের যে শক্তির পূজা করেন তার গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর। ৪

৪নং প্রশ্নের উত্তর : ▸ শিখনফল ৩

ক ব্রহ্ম যখন জীবের মধ্যে আত্মারূপে অবস্থান করেন তখন তাকে জীবাত্মা বলে।

খ 'ভগ' বলতে ঈশ্বরের ছয়টি গুণকে বোঝায়। হিন্দুধর্ম দর্শন অনুসারে ঐশ্বর্য, বীর্য, যশ, শ্রী, জ্ঞান ও বৈরাগ্যকে 'ভগ' বলা হয়। আর এই 'ভগ' বা ৬টি গুণ যার মধ্যে পূর্ণরূপে আছে তিনিই ভগবান। বিষ্ণু পুরাণে বলা হয়েছে, যিনি ভূতগণের উৎপত্তি, বিনাশ, পরলোকে গতি, ইহলোকে আগমন এবং বিদ্যা-অবিদ্যা সম্বন্ধে জানেন তিনিই ভগবান। আর ঈশ্বর বা শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন এই ছয়টি গুণের পূর্ণ অধীশ্বর। অর্থাৎ তিনিই 'ভগ' বা ভগবান।

গ মৌমিতা দেবী ঈশ্বরের পালনকর্তারূপে বিষ্ণু তথা স্থিতি শক্তিরূপের পূজা করেন।

উদ্দীপকে দেখতে পাই, মৌমিতা দেবী প্রতিদিন সকালে স্নান করে তার আরাধ্য দেবতার পূজা করেন। যিনি পালনের দেবতা হিসেবে পরিচিত। যার নাম নিলে হৃদয় পরিশুদ্ধ হয় এবং মনে শান্তি আসে। তিনি হচ্ছেন ঈশ্বরের ত্রিগুণাত্মক শক্তি বা ত্রিদেবের মধ্যে একজন, ভগবান বিষ্ণু। বিষ্ণু হচ্ছেন সৃষ্টি ও প্রতিপালনের দেবতা। এ বিশ্বে যা কিছু আছে তিনি তা পালন ও রক্ষা করেন। দেবতারা বিপদে পড়লে বিষ্ণু তাদের উদ্ধার করেন। দুষ্টকে দমন ও শিষ্টকে পালন করার জন্য তিনি বহুরূপে বহুবার এ পৃথিবীতে অবতাররূপে আবির্ভূত হয়ে ধর্ম ও শান্তি প্রতিষ্ঠা করেন। বিষ্ণুকে স্মরণ করলে পাপ দূরীভূত হয়, হৃদয় পবিত্র হয় ও মনে শান্তি আসে।

অতএব বলতে পারি, মৌমিতা দেবী ঈশ্বরের পালনকর্তারূপে বিষ্ণুর পূজা করেন।

ঘ উদ্দীপকের শিল্পী দেবী ঈশ্বরের যে বিভিন্ন সাকার রূপ অর্থাৎ দেব-দেবী রয়েছে, তাঁদের মধ্যে দেবী শীতলার পূজা করেন।

আমাদের জীবনে দেবী শীতলার পূজার গুরুত্ব এবং প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। কেননা দেবী শীতলা হচ্ছেন রোগপ্রতিরোধ এবং শান্তি প্রতিষ্ঠার দেবী। তাকে ঠাকুরানি, জাগরণী, করুণাময়ী, দয়াময়ী প্রভৃতি নামে অভিহিত করা হয়।

নিচে শীলতা পূজার গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করা হলো—

১. দেবী শীতলা বসন্ত রোগ থেকে মুক্ত করে আমাদের শীতল করেন। এ কারণে তিনি সকলের কাছে সমাদৃত।
২. দেবী শীতলাকে স্বাস্থ্যবিধি পালন তথা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার দেবী বলা হয়। শীতলা পূজার মাধ্যমে আমরা স্বাস্থ্যবিধি ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বিষয়ে সচেতন হয়ে থাকি।
৩. দেবী শীতলার দুই হাতে রয়েছে পূর্ণকুম্ভ ও সম্মার্জনী। কথিত আছে, সম্মার্জনীর মাধ্যমে তিনি অমৃতময় শীতল জল ছিটিয়ে রোগ, তাপ, শোক, দুঃখ শীতল করেন। এছাড়াও তিনি নিমপাতা বহন করেন। নিম বৃক্ষ রোগ প্রতিরোধকারী উদ্ভিদ। তাহলে আমরাও রোগ প্রতিরোধের জন্য বাড়ির আঙিনায় নিমগাছ রোপণ করতে পারি। শীতলা পূজার মধ্য দিয়ে আমরাও বিভিন্ন সেবামূলক কাজের প্রতি উদ্বুদ্ধ হই।

উপরের আলোচনা হতে বলতে পারি যে, শিল্পী দেবী ঈশ্বরের যে শক্তির পূজা করছেন, সমাজজীবনে সেই দেবী শীতলার পূজার গুরুত্ব অপরিসীম।

প্রশ্ন ৫ ▸ কুমিল্লা বোর্ড ২০২৪

ক্ষমতাবান মহান একজনের বিশেষ ছয়টি গুণের জন্য তাকে বিশেষ নামে ডাকা হয়। তিনি ক্ষমতাবান হলেও ভক্তের ডাকে সাড়া দেন। প্রয়োজনে ভক্তের বোঝা নিজেই বহন করেন। জীবের ন্যায় দেহধারী হয়ে দুঃখ-কষ্ট ভোগ করেন। অন্যদিকে, মেধা ও রোদেলা সকালে ঘুম থেকে উঠে স্নান সেরে পূজা-অর্চনা করে। মেধা মূর্তির সামনে বসে পূজা উপকরণ দ্বারা পূজা সম্পন্ন করে। রোদেলা একাকী নির্জন স্থানে চোখ বুজে বসে সৃষ্টিকর্তার আরাধনা করে।

ক. পরমাত্মা কাকে বলে? ১
খ. ঈশ্বররূপে বিভিন্ন দেব-দেবীর পূজা করা হয় কেন? ২
গ. ক্ষমতাবান মহান একজনকে বিশেষ গুণের জন্য তাকে যে নামে ডাকা হয়, তার স্বরূপ পাঠ্যপুস্তকের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকের আলোকে মেধা ও রোদেলার আরাধনার ধরন বিশ্লেষণ কর। ৪

৫নং প্রশ্নের উত্তর : ▸ শিখনফল ১ ও ৪

ক স্রষ্টার নিরাকার রূপ ব্রহ্মকে পরমাত্মা বলা হয়।

খ দেব-দেবী ঈশ্বরের সাকার রূপ। ঈশ্বর নিজের কোনো গুণ বা ক্ষমতাকে কোনো বিশেষ আকার বা রূপে প্রকাশ করেন। যেমন- ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, দুর্গা, সরস্বতী ইত্যাদি। তারা সকলেই ঈশ্বরের বিশেষ গুণ বা ক্ষমতা ধারণ করে রয়েছেন। এ কারণে ঈশ্বররূপে বিভিন্ন দেব-দেবীকে পূজা করা হয়। পূজার মাধ্যমে দেবতারা সন্তুষ্ট হয়ে পূজারির অভীষ্ট পূরণ করেন।

গ ক্ষমতাবান মহান একজন অর্থাৎ স্রষ্টাকে ৬টি বিশেষ গুণের জন্য ভগবান নামে ডাকা হয়। নিচে ভগবান রূপে স্রষ্টার স্বরূপ পাঠ্যপুস্তকের আলোকে ব্যাখ্যা করা হলো—

হিন্দুধর্ম দর্শন অনুসারে ঐশ্বর্য, বীর্য, যশ, শ্রী, জ্ঞান ও বৈরাগ্যকে ভগ বলে। ভগ যার মধ্যে পূর্ণরূপে আছে তিনিই ভগবান। বিষ্ণু পুরাণে বলা হয়েছে— যিনি ভূতগণের উৎপত্তি, বিনাশ, পরলোকে গতি, ইহলোকে আগমন এবং বিদ্যা-অবিদ্যা জানেন, তিনিই ভগবান। ঈশ্বরকে যখন এই ছয়টি গুণের অধীশ্বররূপে কল্পনা ও আরাধনা করা হয়, তখন ঈশ্বরকে ভগবান বলা হয়। ভগবান যেকোনো রূপ ধারণ করে ভক্তকে দেখা দেন, লীলা করেন। তিনি প্রয়োজনে জীবের ন্যায় দেহধারী হয়ে তপস্যা, ধ্যান, প্রার্থনা ও সকল সুখ-দুঃখ ভোগ করেন। সামান্য দেহধারী হয়ে ভক্তের ডাকে সাড়া দিয়ে ভগবান তার কাছে আসেন। প্রয়োজনে ভক্তের বোঝা তিনি বহন করেন। মোটকথা ঈশ্বর যখন জীবকে দয়া করেন তখন তাকে বলা হয় ভগবান।

ঘ উদ্দীপকের মেধা সাকার উপাসনা বা প্রতীক উপাসনা করে এবং রোদেলা নিরাকার উপাসনা বা নির্গুণ উপাসনা করে। নিম্নে সাকার এবং নিরাকার উপাসনার ধরন বিশ্লেষণ করা হলো—

প্রতীক শব্দের অর্থ চিহ্ন বা আকার। মূলত এ ধরনের উপাসনা বিভিন্ন দেব-দেবীর প্রতিমাকে (ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, সরস্বতী, লক্ষ্মী, মনসা প্রভৃতি) উদ্দেশ্য করে করা হয়। প্রতীক উপাসনা সগুণ উপাসনা বা ভক্তিযোগ নামে পরিচিত। সগুণ রূপে ঈশ্বর সাকাররূপে অবস্থান করেন। এ সময় তিনি প্রতিকৃতিতে প্রকাশিত। পূজা করাকে সগুণ উপাসনা হিসেবে বিবেচনা করা হয়। উদ্দীপকের মেধা মূর্তির সামনে বসে পূজা উপকরণ দ্বারা পূজা সম্পন্ন করে। তাই বলা যায়, মেধার আরাধনা সাকার উপাসনাকে নির্দেশ করে।

'নিরাকার' শব্দের অর্থ যার কোনো আকার নেই। মূলত এ ধরনের উপাসনা ধ্যান সাধনার মাধ্যমে করা হয়। জ্ঞানযোগ নিরাকার উপাসনার একটি অংশ। এ উপাসনা ঈশ্বরের কোনো প্রতিকৃতিকে উদ্দেশ্য করে করা হয় না। নিরাকাররূপ ঈশ্বর অদৃশ্য অবস্থায় অবস্থান করেন। তাকে উপলব্ধি করে তার উপাসনা করা হয়। উদ্দীপকের রোদেলাও একাকী নির্জন স্থানে চোখ বুজে বসে সৃষ্টিকর্তার আরাধনা করে। তাই বলা যায়, রোদেলার এরূপ আরাধনা নিরাকার উপাসনাকেই নির্দেশ করে।

প্রশ্ন ৬ ▸ চট্টগ্রাম বোর্ড ২০২৪

তাপস ও শ্যামল দুই বন্ধু। তাপস প্রতিমার সামনে বসে বিভিন্ন পূজা উপকরণ দিয়ে পূজা সম্পন্ন করে। অপরদিকে, শ্যামল কোনো বিগ্রহ ছাড়াই চোখ বুজে এক মনে এক ধ্যানে ঈশ্বরের উপাসনা করে তাকে পেতে চায়।

ক. জীবাত্মা কাকে বলে? ১
খ. কখন ঈশ্বরকে ভগবান বলা হয়? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. তাপসের উপাসনায় যে দিকটির প্রতিফলন ঘটেছে তা পাঠ্যপুস্তকের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. তাপস ও শ্যামলের উপাসনার প্রয়োজনীয়তা বিশ্লেষণ কর। ৪

৬নং প্রশ্নের উত্তর : ▸ শিখনফল ৪

ক ব্রহ্ম বা ঈশ্বর যখন জীবের মধ্যে আত্মারূপে অবস্থান করেন তখন তাকে জীবাত্মা বলা হয়।

খ ঈশ্বর যখন জীবকে দয়া করেন তখন তাকে ভগবান বলা হয়।

হিন্দুধর্ম দর্শন অনুসারে ঐশ্বর্য, বীর্য, যশ, শ্রী, জ্ঞান ও বৈরাগ্য— এ ছয়টি গুণ পূর্ণরূপে যার মধ্যে বিদ্যমান এবং যিনি ভূতগণের উৎপত্তি, বিনাশ, পরলোকে গতি, ইহলোকে আগমন সম্বন্ধে জানেন তিনিই ভগবান। তিনি প্রয়োজনে জীবের ন্যায় দেহধারী হয়ে তপস্যা, ধ্যান, প্রার্থনা ও সকল সুখ-দুঃখ ভোগ করেন। ভক্তের ডাকে সাড়া দিয়ে যখন ভক্তের কাছে আসেন, ভক্তের সাথে লীলা করে, প্রয়োজনে ভক্তের বোঝা বহন করেন, তখন ঈশ্বরকে ভগবান বলা হয়। ভগবান রসময়, আনন্দময় এবং কৃপাময়।

গ তাপসের উপাসনায় পাঠ্যপুস্তকের ভগবানের সাকার বা সগুণ উপাসনার দিকটিকে প্রতিফলিত করে।

উদ্দীপকে দেখতে পাই, তাপস প্রতিমার সামনে বসে বিভিন্ন পূজা উপকরণ দিয়ে পূজা সম্পন্ন করে। যা সাকার বা প্রতীক উপাসনাকে ইঙ্গিত করে।